Vol. 39 | No. 1 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সতেরো শতকের কবি মুকুল ওর্ফে মঙ্গল বিরচিত শাহজালাল-মধুমালা উপাখ্যান

Volume	39
Issue	1
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	October 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i1.1
Pages	5-117
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৯ : সংখ্যা ১

Check for updates

সতেরো শতকের কবি মুকুল ওর্ফে মঙ্গল বিরচিত শাহজালাল-মধুমালা উপাখ্যান

আহমদ শরীফ

ভূমিকা :

আমাদের হাতে রয়েছে একমাত্র পাণ্ডুলিপি যা সম্ভবত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিপীকৃত। লিপিকর 'হিন সাদক লেখে মনেত ভাবিয়া/অসুদ্ধ হইলে সুদ্ধ করিও লেখিয়া।' অতএব লিপিকরের বিশুদ্ধ নাম সাদেক। সাদেক প্রথমে 'যোগকালন্দর, মধ্যে 'শাহজালাল-মধুমালা' এবং শেষে কবি মুহম্মদ খান রচিত 'মক্তুল হোসেন'- কাব্যের 'দজ্জাল নামা' পর্ব একই পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। লিপিকর সাদেকের ভাষাজ্ঞান ও বানান চেতনা প্রত্যাশিত মাত্রার নয়। তবে তাঁর হস্তাক্ষর খুব সুন্দর, তাঁর রুচি, প্রযত্ন ও সৌন্দর্যচেতনা উচুঁমানের।

৮$\frac{১}{২}$'' X ৬' পরিমিত পাণ্ডুলিপি। কলের কাগজেই লিখিত। প্রতিপৃষ্ঠায় সযত্ন প্রয়াসে সর্তক ও একাগ্র মনোযোগে চারদিকে সমতা-সঙ্গতি-সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রতি পৃষ্ঠায় ষোল চরণ করে লিখিত। পৃষ্ঠা বা পত্র সংখ্যা গাণিতিক নিয়মে দেয়া হয়নি, তবে প্রতি পত্রের নিচে পরবর্তী আদ্যশব্দ বা শব্দাংশ নির্দেশিত হয়েছে। কাজেই তা সুষ্ঠুভাবেই পৃষ্ঠাঙ্কের বা পত্রাঙ্কের ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের ব্যবহৃত এ একমাত্র প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত। অন্য কোন অসংগৃহীত পাণ্ডুলিপি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বা ডক্টর এনামুল হক কোথায়ও কারো কাছে দেখেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। তাঁরা কবির নাম 'মঙ্গল চাঁদ' বলেই উল্লেখ করেছেন। অথচ আলোচ্য পুথির সর্বত্র কবির ভণিতা লিখিত হয়েছে 'মকুল'। তবে একবার একটি চরণে (পাণ্ডুলিপির ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 'মঙ্গল' মেলে।

'গুরুর চরণ ভজী কহয় মঙ্গলে
এইমতে লেখিয়াছে সাধুর কপালে।'

কবির মঙ্গল নামকরণের উৎস ও ভিত্তি কি কেবল এটিই। তাহলে চাঁদ যুক্ত হল কেন এবং কিভাবে— এ প্রশ্ন থেকেই যায়, আমরা 'মকুল'-কে মুকুল বানিয়েছি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রদত্ত কবিনামও পাথুরে প্রমাণের অভাবে বর্জন করতে সাহস পাচ্ছি না। তাই মুকুল ওর্ফে মঙ্গল বিরচিত বলে কবির পূর্ব পরিচিতি আংশিক ভাবে রক্ষা করলাম। চাঁদ বাদ দিলাম, কেননা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা' [বাঙ্গলা] সাহিত্য [২য় মুদ্রণে] 'চাঁদ' প্রথমবন্দনী যুক্ত হয়েছে। কাজেই চাঁদ সম্ভবত তাঁরই অনুমিত।

পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্র কবির নাম 'মকুল' লিখিত। কাজেই একস্থানে 'মকুল' এর 'মঙ্গল' হওয়া লিপিকর প্রমাদপ্রসূন বলে অনুমান করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তাছাড়া মুসলমান কবির নাম মঙ্গল হতে পারলে মুকুলও হতে পারে। আমরা জানি সেকালে দেশজ মুসলিমদের আরবী-ফারসী বা ইসলামি নাম অজ্ঞ-অনক্ষরবহুল সমাজে কমই ছিল বিশশতকের আগে। পুরানো দলিল-দস্তাবেজ মামলা-মোকদ্দমা সূত্রে আমাদের এ ধারণারই তথ্য নির্ভর সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। আমাদের আলোচ্য উপাখ্যানে একটিতে 'মঙ্গল' থাকলেও আর সব কয়টিই মকুল। 'শাহজালাল-মধুমালা'- উপাখ্যানের যে পুথিটি লিপিকরের আদর্শ ও অবলম্বন ছিল তা স্থানে স্থানে দুষ্পাঠ্য কিংবা কোন কারণে অপাঠ্য ছিল। তাই গোড়ার দিকে স্থানে স্থানে পাঠ অলিখিত রয়েছে।

সম্পৃক্ত বিষয়ের পূর্ববর্তী রচকদের ও গ্রন্থের নাম সমেত 'শাহজালাল-মধুমালা' গ্রন্থের সম্ভাব্য রচনাকাল দেয়া রয়েছে এভাবে :

নবীবংশে লিখিয়াছে সেসব বয়ান
এ কারণে আমি না লেখিল এই স্থান।
এইসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল বাড়এ দেখি তাহা না লেখিল।
আছিল এ সব কথা আদ্যের বিচার
বাসত্তৈর সনে তাহা হইল প্রচার।
সেহিদ [সৈয়দ] সুলতানে আর মহামদ খানে
এসবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জনে।

[পুথির ৪৭ পৃষ্ঠায়]

'বাসত্তর সনে তাহা হইল প্রচার' স্থলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর অনুমিত বিশুদ্ধ পাঠ দিয়েছেন। নিম্নরূপ :

এসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল বলি তাহা না লেখিল।
আছিল এ সব কথা আদ্যের বিচার
হাজার বাহাত্তর সনে হৈল প্রচার।

'বাসাত্তর'-কে বাহাত্তর করা এবং 'হাজার' যে জ্ঞাত বা অনুমেয় বলেই ছন্দ রক্ষার গরজে অনুল্লেখিত তা অনুমান করা অসঙ্গত হয়নি। কিন্তু তিনি কাব্যে কবির সামান্য পরিচয় আছে বলে জানিয়েছেন এবং কবিকে কুমিল্লা অঞ্চলের লোক বলে অনুমান করেছেন। আমাদের অবলম্বিত এবং তাঁরই সংগৃহীত এ পুথিতে কবির পরিচিতি খুঁজে পাইনি। নিবাস অনুমানেরও কোন সূত্র মেলেনি।

মুহম্মদ খানের [সতেরো শতকের প্রথমার্ধ] এবং সৈয়দ সুলতানের এবং তাঁর 'নবীবংশ' (রচনা কাল ১৫৮২-৮৪ সন)-কাব্যের উল্লেখ ছাড়া কবি 'নুরনামা' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 'নুরনামা' রচনা করেছেন ষোল শতকে শেখ পরাণ, সতেরো শতকে মুহম্মদ সফী, রাজ্জাক নন্দন কবি আবদুল হাকিম এবং আবদুল করিম খোন্দকার। ভণিতা সর্বত্র 'হীন মুকুলে কহে'। ক্বচিৎ 'হীন মুকুলের বাণী' কিংবা 'কহে হীন মুকুলে'।

কবির নিবাস ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক অনুমিত কুমিল্লা অঞ্চলে হলে রচনা ল হবে ত্রিপুরাব্দে ১০৭২+৫৯০ = ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে। আর বঙ্গাব্দ হলে ১০৭২ + ৯৩ = ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ।

এবং হিজরী সন হলে ১০৭২ হবে ১৬৬১ সনের ২৭শে আগষ্ট থেকে ১৬৬২ সনের ১৫ই আগষ্ট অবধি কাল পরিসর।

কিংবা মঘী সন হলে ১০৭২ + ৬৩৮ =১৭১০ খ্রিষ্টাব্দ হবে। কেবল 'সন' লিখিত হওয়ায় এবং বঙ্গাব্দ, ত্রিপুরাব্দ এবং হিজরী এ তিন সনের ব্যবধান সামান্য হওয়ায় আমরা একে বঙ্গাব্দ বলে অনুমান করাই সঙ্গত বলে মনে করি। অতএব রচনাকাল ১৬৬৫ সন বলে মেনে নেয়াই বাঞ্ছনীয়।

কবির উদ্দেশ্য ছিল দেহাত্মবাদের তত্ত্বপ্রচার। দেহতত্ত্ব ও সূফীতত্ত্বই তাঁর বয়ানের মূল বিষয়। কিন্তু নিতান্ত নীরস বলে এবং জিজ্ঞাসু ও সন্ধিৎসু পাঠক-শ্রোতা দুর্লভতায় বিরল জেনে বুঝে মেনেই কবি কাম-প্রেম কথার অনুরাগী পাঠক-শ্রোতাদের আকৃষ্ট করবার জন্যেই শাহজালালের পয়গামে বা প্রস্তাবে শাস্ত্র-সমাজ সম্মত বিয়ে-করা পত্নী মধুমালার নাম এ তত্ত্বগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করে শাহজালাল-

মধুমালা রেখে একে প্রণয়োপাখ্যান রূপে শ্রোত্ররসায়ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক করেছেন। নামকরণে প্রেমগন্ধী করার এ মগজী-বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়।

তবে কবি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষী হলেও বিদ্যা ও বুদ্ধি এবং ভাষা ও ভঙ্গি তাঁর তেমন আয়ত্তে ছিল না। তাই দেহে ফেরেস্তার, রাশির, সমুদ্র-পর্বতের আব-আতস-খাক-বাতের, মোকাম-মঞ্জিলের অবস্থান আর বেদশাস্ত্র, নলরাজার দুর্ভোগ প্রভৃতির বয়ান থাকলেও কোনটাই সুস্পষ্ট বা স্বচ্ছভাবে বর্ণিত, বিন্যস্ত ও বিশ্লেষিত হয়নি। এসব কবির ধারণাগত অপূর্ণতার ও অসামর্থ্যের সাক্ষ্য ও প্রমাণ। অবশ্য কবির নিজের তত্ত্বচেতনা আবেগবহুল ভাষায় মাঝে মাঝে পরিব্যক্ত হয়েছে। ছন্দোজ্ঞান ও শব্দ-ভাণ্ডার প্রভৃতিও সীমিত আর ত্রুটিবহুল। বিশেষ ত্রিপদী রচনা তাঁর সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ। মুসলমান কবি মুমীন নায়কের জন্যে একটি মুসলিম নামের নায়িকাও যোগাড় করতে পারেনি। 'মধুমালা' মিসর রাজকন্যা। 'শাহজালাল' এ সওদাগরের ঔরসজাত সন্তান হলেও রুমরাজ আজিজপুত্র রূপেই লালিত ও পরিচিত। নায়ক শাহজালাল ও হজরত মীর বিশেষ উদ্দেশ্য মর্ত্যমানবরূপে আল্লাহপ্রেরিত। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর মিল এখানেই। কাহিনীসূত্র এরূপ: আল্লাহ উমর সওদাগরের পুত্ররূপে অতুল্য রূপ-লাবণ্য ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞানীর ও মুমীনের আদর্শস্বরূপ 'জালাল' নামের লোকটিকে মর্ত্যে প্রেরণ করলেন। সওদাগরের শিশুপুত্র জালালের 'নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্ররূপ' দেখে রুমের রাজা নিঃসন্তান আজিজ তাকে অন্য শিশুদের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় পেয়ে তুলে নিয়ে প্রাসাদে ফিরলেন। এদিকে সওদাগর ও সওদাগরপত্নী পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে রইল এসময়ে সিদ্ধমহাপুরুষ হজরত মীর জালালতুল্য রূপ ও বয়স বরণ করে সওদাগরগৃহে হলেন আশ্রিত। ফলে মাতাপিতা শোক ভুলল। কিছুকাল পরে এ শিশুরূপ হজরত মীর পিতা অমর সওদাগরের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠবিদ্বান রাজা আজিজের কাছে উচ্চতর বিদ্যা গ্রহণ করতে গেলেন। সেখানে সওদাগরের সঙ্গে তার হারানো সন্তান জালালের সাক্ষাৎ হল। পিতা-পুত্র পরস্পরকে চিনতে পারল। কিন্তু রাজভয়ে পরিচয় গোপন রাখল। বিদ্বান রাজা আজিজ দেখলেন সওদাগর পুত্ররূপ হজরত মীর এতোবেশি জানে ও বোঝে যে তাকে নতুন কিছু জানানো পড়ানো বোঝানো তাঁর সাধ্যাতীত। তিনি বুদ্ধি করে তাঁর পোষ্যরাজপুত্র জালালকে পড়ানোর দায়িত্ব দিলেন সওদাগর পুত্ররূপ হজরত মীরকে। জালালও জ্ঞানী গুণী হয়ে উঠল ছদ্মবেশী হজরতমীরের সান্নিধ্যে।

জালালের বিয়ের বয়স হল। হজরত মীরের পরামর্শে নৃপতি আজিজ মিশরের নৃপতি রমিম-কন্যা মধুমালার সঙ্গে জালালের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে জালালকে নিয়ে হযরত মীর রুমশহরে রাজ দরবারে হাজির হলেন। সেকালের নীতি-নিয়ম রীতি-

রেওয়াজ ও প্রথা পদ্ধতি অনুসারে রাজা রমিম তাঁর কন্যার ভাবী বরের বিদ্যা-বুদ্ধি যোগ্যতা ও গুণগৌরব পরীক্ষার জন্যে তাকে হাজির হতে বললেন। এবার জালালের সঙ্গে অদৃশ্য রইলেন সর্বজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ হজরত মীর। কাজেই তিনিই সবপ্রশ্নের উত্তর যোগাতে থাকেন। ফলে জালাল প্রশ্ন মাত্রেরই তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে সমর্থ হল। প্রশ্নগুলো ছিল দেহতত্ত্ব ও সূফীতত্ত্ব বিষয়ক। এজন্যেই এ গ্রন্থের প্রধান বর্ণিত বিষয় হচ্ছে রমিম-জালালের প্রশ্নোত্তরে জগৎ ও জীবন তত্ত্ব। শেষাংশ অলিখিত থাকলেও বোঝা যায় যে শাহজালাল-মধুমালার বিয়ে হয়েছিল এবং তাদের দাম্পত্য জীবন হয়েছিল আদর্শ সুখের। কারণ মধুমালা স্বপ্নে জেনে ছিল যে রুম রাজপুত্রই হবে তার স্বামী। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের রচনা হিসেবেই এ 'শাহজালাল-মধুমালা' কব্যের শাস্ত্রিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্য অনেক। আমাদের উপমহাদেশীয় শাস্ত্রীর-পণ্ডিতের কল্পনার বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার তত্ত্বচেতনার সাধনার এবং বিদ্যা-বুদ্ধির জগৎ সমকালীন য়ূরোপীয় সমাজের তুলনায় কি পরিমাণে স্থানিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক ও অবাস্তব কল্পনার স্তরে ছিল, তার প্রমাণ মেলে এ ধরনের গ্রন্থে। আঠারোশতক অবধি আমাদের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা সাধারণ ভাবে প্রায় আদি ও আদিম স্তরেই ছিল। অবশ্য ব্যক্তিক ব্যতিক্রম এখানে আলোচ্য ও প্রযোজ্য নয়।

তথ্যের ভিত্তিহীন তাদের এ বিজ্ঞতা হয়তো ভাসমান কচুরিপানার মতো তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার ও বৃদ্ধির কারণ হয়েই ছিল। তা তাদের ধরে রেখেছে, ভরেও তুলেছে গতানুগতিক আবর্তিত জীবনে, কিন্তু তাদের মনে-মগজে-মননে-মনীষায় কখনো এগিয়ে দেয়নি। রূপকে-প্রতীকে হেঁয়ালি করে পরিব্যক্ত তাদের দেহতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব কিংবা তাদের সৃষ্ট অধ্যাত্ম জগৎ আধুনিক শারীরবিজ্ঞান অনুগ কিংবা আসমানী শাস্ত্রসম্মতও নয়। একালে তাই যৌক্তিক বৌদ্ধিক যাচাইয়ে, বাছাইয়ে ঝারাইয়ে বিচারে তা তাসের ঘরের মতো অস্তিত্ব হারিয়েছে।

পুথির কোনদিন কোথাও পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া গেলে বিশদ আলোচনা সম্ভব ও সহজ হবে। আপাতত আমরা একে অন্তত মুদ্রিত আকারে দীর্ঘস্থায়ী ও স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসী হলাম।

শাহজালাল-মধুমালা

[উপাখ্যান]

কবি মুকুল ওর্ফে মঙ্গল বিরচিত

[আল্লার হাবিব এ] মহম্মদ রসুল

দিলে মুখে তার বাক্য[১] করিবা কবুল।
কায় মনে নবীক সেবিবা একান্তর
অসমে তরাই নিব সেই পয়গাম্বর।
ধনজন দিব আর রাজ্য অধিপতি
[পরলোকে পাই] দিব সুন্দর যুবতী।
দানধর্ম কাজে দিবে যত দুখীগণ
দান করি পাপ সব করিতে মোচন।
পাপপুণ্য দুই যাইব তোমার সঙ্গতি
ভিহিস্ত দোজখ দুই করিআছি স্থিতি।
হারাম হালাল জানি করিব ভক্ষণ
পাইবা তাহার ফল না যাবে খণ্ডন।
নেকি বদি দুই পন্থ করিছি সৃজন
বুঝিয়া চলিবা যেবা লয় তোমা মন।
যেই তোমার মনে লয় করিবা যাই
পাইবা তাহার ফল এড়াএড়ি নাই।
সাধুসুতে বোলে শুন প্রভু গুণমণি
পাপপুণ্য কারে বোলে আমিত না জানি।
প্রভু বলে শুন কহি সে-সব বচন।
একে একে কহি এবে সেসব কথন।
কোরান পড়িয়া [লহ সেসব] খবর
সংসারেত গেছে [যতসব ......
যখনে যাইবা তুমি নেয়ামত ....
চার আসি ঘিরিব তোমা ....
.... করিবারে না দিব দুর্জনে
পাপকর্ম করিবারে ভাল হৈব মনে।
এথ শুনি ভয় পাইয়া সাধুর নন্দনে

১. বাক্ষ্য

আরজ করিল তবে প্রভুর চরণে।
তোমাপদ ছাড়ি আমি যাইব সংসারে
বৈরিমধ্যে কিরূপে থাকিব একসরে[১]।
একসর[১] পাই মোরে করিব মহাবল
পাপকর্ম করাইব করি মহাছল।
এথ শুনি কহিলেক প্রভু নিরাকার
ভয় না করিও মনে সাধুর কুমার।
চল্লিশ ফিরিস্তা দিমু তোমার সংহতি
ইব্লিসের শক্তি কিবা ভোলাইতে মতি।
এ কারণে খলিফা পাঠাইছি চারি জন
ইব্লিসের কিছু ভয় না রাখিবা মন।
পাইয়া তাহানপদ তাত হৈছে ফকির
ভজিয়া তাহান পদ লইবা জিকির।
জিকিরের তাপ হইলে ইব্লিস দুর্বারে
জ্বলিব আনলে সেই পলাইব ডরে।
এথেক শুনিয়া মনে ভাবিয়া লইল
হরষিত মনে তবে প্রভুতে কহিল।
সাধুসুতে বলে শুন প্রভু নিরঞ্জন
[নেয়ামতপুরে] গেলে আমি কি পাইব ধন।
[তাহারে বলিলা তবে] প্রভু করতার
নেয়ামতপুরে [আছে কত দ্রব্যভাণ্ডার]।
কার শক্তি আছে কেবা পারে কহিবারে
বরাত লিখন আমি দিবাম তোমারে।
তার ফল পাইবা তুমি সংসার মাঝার
. . .		. . .		. . .
তবে প্রভু নিরঞ্জন লিখন বরাত
রিজিক দৌলত আর হায়াত মউত।

---
১. একাশ্বরে

এ চারি চিজ আমি দিলাম তোমারে
সদক তাহুত আগে লিখি দেও মোরে।
এথশুনি কহিলেন্ত সাধুর কুমার
তাহুত কিরূপে দিব কহ করতার।
দম আর দানা দুই নিয়ম করিয়া
পাট পত্রেত গিয়া দেও লেখাইয়া।
আরজ করিল সাধু প্রভুর চরণে
কোন স্থানে পাটপত্র লেখিবেন্ত কনে।
ফিরিস্তা ডাকিয়া তবে প্রভু নিরঞ্জনে
কহিতে লাগিল তবে হরষিত মনে।
নেয়ামতপুরে যাইব সাধুর নন্দন
তাহুত লেখিবা তার লইবা এখন।
প্রভুর আদেশ পাইয়া ফিরিস্তারগণ
তাহুত লেখাই লৈল হরষিত মন।
না ছাড়এ[১] বান্ধে পক্ষী যেন ব্যাধের হস্তে
তেন মতে তাহাত বান্ধিল সাধুসুতে।
খুঁটিতে বান্ধিলে অজা নাহিক এড়ান
এই রূপে বন্দী হৈল সাধুর নন্দন।
আহার করিতে মীন বান্ধে যেন ডোরে
নিজ ভক্ষ্যে সাধুর সুত বান্ধে সে প্রকারে।
দম আর দানা দুই একই সমানে
পাটপত্রত লেখে এজে [?] ফিরিস্তার গণে।
যেই যেই করিবেন্ত আসি মহীতলে
একে একে লেখিলেন্ত সাধুর কপালে।
লেখিয়া সকল কথা ফিরিস্তার গণে।
আল্লার হুজুরে নিল সাধুর নন্দনে।
কান্দিতে লাগিল সাধু মনে বাসি ডর

১. নাচায় বাজএ

তোমা ছাড়ি কিরূপে থাকিব একসর।
গুরুর চরণ ভজি কহয় মঙ্গলে
এইমতে লিখিয়াছে সাধুর কপালে।

সাধুসুতের বিলাপ

প্রভু দীননাথ হে ভবে নাহি কাজ
তোমার চরণ বিনে নাহি দীল মাঝ।
বন্ধুর চরণ বিনে আর নাহি মন
একতিল না দেখিয়া না রহে জীবন।
বন্ধের প্রেমের ডোরে বান্ধিছে মোর হিয়া
কেমতে রহিব আমি তোমা না দেখিয়া।
তোমাপদ বিনে কিছু না লাগয় ভাল
না জানি ভবের মাঝে কথেক জঞ্জাল।
আমার নসিবের দোষে হৈল দয়া হানি
ছাড়িয়া তোমার পদ হৈল একাকিনি।
[ভুলিব] তোমারে মন দিবা পরদেশ
জ্বলিব বন্ধের তাপে পাঞ্জর হৈব শেষ।
সে দেশে কথেক দুঃখ না জানি নির্ণয়
ফিরিয়া আসিতে নারে পাতকের ভয়।
হীন মুকুলে কহে এই বারে বার
ফিরিয়া আসিতে দেশে আশা নাই আর।
মুই পাতকীরে দয়া থাকে যদি
তোমা পদ তলে রাখ জনম অবধি।

প্রশ্নোত্তরে তত্ত্বকথা

দীর্ঘছন্দ/রাগ ধানশী

অহে প্রভু করতার তুমি সংসারের সার

তোমা হতে সবার জীবন
তুমি সংসারের গতি নির্লক্ষ্যের লক্ষ্য গতি
তোমা ছাড়ি যাইব কোথায়
তোমা পদ ছাড়ি যাইতে নাহি লয় মোর চিতে
কিরূপে যাইব দেশে।
গেলে সেই মহীতল পাই জানি কোন ফল
না জানি কি হয় অবশেষে
একসর বৈরী মাঝে যাইব আমি কোন্ কাজে
কি রূপে যাইব সেই দেশে
আজ্ঞা কর নিরঞ্জন সেবি তোমার চরণ
অনুদিন থাকি তোমার পাশ
সাধুর কাকুতি শুনি কহে প্রভু গুণমণি
এবে কহি সেই বিবরণ
যখনে যাইবা তথা না রহিব এসব কথা
ভুলিয়া হইব আর মন।
মহা মহা যথ জন গিয়াছিল ত্রিভুবন
এইমতে কহি সর্বজন
সে দেশের রীত যথ তাহার কহিব কথ
গেলে সে ভুঞ্জিব তার ফল।
এহা কিছু না রহিব শেষে আর মতি হৈব
যখনে যাইবা মহীতল
তোমার যথেক বিবরণ না থাকিব একমন
ভুলিয়া যে হইবা বিকল।
যবে যাইবা পৃথিবীতে না থাকিবা এই চিতে
ভুলিয়া হইবা আর মন
ধর্মকর্ম তেয়াগিয়া পাপেত বিভোর হৈয়া
ভুলিয়া আছএ সর্বজন।

আখেরের ভয় মনে　　না করএ কোন জনে
পাপকর্ম করে অবিরত
সংসারের যথ নরে　　দিবানিশি পাপ করে
তুমিই ভুলিবা এই মত।
শুনিয়া প্রভুর বাণী　　নিজমনে ভয় গুনি
কান্দি বলে সাধুর নন্দনে
শুনিয়া তোমার কথা　　মনেত লাগএ ব্যথা
কদাচিৎ না যাইব ভুবনে।
শুন প্রভু করতার　　যে দেশে এ ব্যবহার
সে দেশে যাইব কোন্ ফলে
তোমার নাম পাসরিব　　নরকেত দুঃখ পাইব
কভু না যাইব মহীতলে।
নেয়ামতপুরে গিয়া　　আমা সব পাসরিয়া
প্রেমেত ভুলিয়া আছে মন
সত্যকর্ম করিবারে　　সেই দেশে নাহি পারে
পাপেত ডুবএ সর্বজন।
যথা গেলে হএ পাপ　　নরকে পাইব তাপ
সে দেশে যাইমু কিবা গতি
যে দেশে ইব্লিস বাসা　　সে দেশে করিব আশা
অনুদিন থাকএ সংহতি।
সঙ্গে থাকিব নিত্য　　কভু না বান্ধিব চিত্ত
সর্বক্ষণ ভুলাইব মতি
ভুলাইয়া পাপাশয়　　পাপকর্ম অতিশয়
পাপকর্ম করাএ দুর্মতি।
শুন প্রভু নিরঞ্জন　　করি এই নিবেদন
কহিতে আমা ভয় লাগে মন
বানাইয়া ত্রিভুবন　　অতি হরষিত মন

কেনে কৈলা ইব্লিস সৃজন।
কি লাগিয়া দুরাচার গেল সে সংসার
তুমি বিনে কেবা দিল ঠাঁই
সংসারের নরগণে সেবে তোমা কায়ামনে
তবে কেনে তোমা মনে নাই।
শুনিয়া সাধুর বাণী কহে প্রভু গুণমণি
শুন কহি সেসব খবর
যেইমতে দুরাচার সৃজন হইল তার
এবে শুন সেসব প্রচার।
আদ্যে আমা কোপ মন হইয়াআছিল যখন
তাহাতে জন্মিল পাপমতি
দোজখের রক্ষীগণ নাআছিল যখন
সেই হৈল নারক নৃপতি।
তার পুরে যেইদিনে ছিলুঁ আমি কোপমনে
তাতে হৈল দোজখ সৃজন
দোজখের কীট সব হইছিল উদ্‌ভব
শুন কহি সেসব বচন।
কীট হৈতে হৈল বীজ? জন্মিলেন্ত ইব্লিস
এই মতে তাহার সৃজন
যেকালে দোজখ হৈল তাতে ইব্লিস হৈল
জাতে জাতে মিশিতে কারণ।
সৃজিয়া দোজখ কাজে রাখিছি পৃথিবী মাঝে
তেকারণে না করে সেবন
যদি সে করিত সেবা নরকে পড়িত কেবা
কহ শুনি সাধুর নন্দন।
এসব নারকীগণ কে করিত তাড়ন
কেহ না যাইত তার মাঝে

যে সকলে পাপ করে　　কে তাড়িত সে সবেরে
ইবলিস হৈল সেই কাজে।
কহে প্রভু নিরঞ্জন　　শুন সাধুর নন্দন
ভিহিস্ত গঠিল যে প্রকারে
পূর্বে কুতুহল মনে　　হইছিলাম যখনে
ডুবিছিল প্রেমের সাগরে।
সেই প্রেম মনে ধরি　　গঠিয়াছি স্বর্গপুরী
তার মাঝে ফিরিস্তার বাস
নানা বর্ণ ফলফুল　　নির্মিছিল স্বর্গস্থল
তাতে হৈল সুগন্ধি প্রকাশ।
বানাইয়া স্বর্গপুরী　　রত্নঘর সারি সারি
লক্ষ লক্ষ আছে স্বর্গপুরী
এয়াকুত জমরুত　　মণিমুক্তা বহুত
এসব লাগিছে স্বর্গপুরী।
ফটিকের স্তম্ভসব　　লাগিয়াছে উদ্‌ভব
পসর লাগিছে চারিপাশে
জ্বলএ মাণিক্য জুতি　　উজ্জ্বল হইছে অতি
অরুণ জিনিয়া জুতি হাসে।
কনক পালঙ্ক তাতে　　রাখিয়াছে শতে শতে
প্রতিঘরে সত্তর হাজার
সেসব পালঙ্ক মাঝ　　করিয়া বিবিধ সাজ
হুর সব তাহার উপর।
ডগমগ করে কান্তি　　ঝলকে বিজুলি জুতি
শুন কহি সাধুর কুমার
চাহিতে জোগর্থ (?) ধরে　　গন্ধেত মুহিত করে
কত বা কহিমু রূপতার।
সগন্ধি কস্তুরী চূয়া　　আগর চন্দন দিয়া

গোসল করএ প্রতিদিন
চম্পার কলিকা যেন তা সবার রূপ তেন
বৃদ্ধ নহে নিত্য সে নবীন।
সেইত স্বর্গের জল অতি বড় সুনির্মল
মধুক জিনিয়া মিষ্ট তার
খাইতে সুগন্ধিরস তনু হএ প্রকাশ
রূপ তান প্রদীপ আকার।
সুগন্ধী করএ পান মজি থাকে তনুপ্রাণ
অনুদিন থাকে কুতুহলে
কহএ মধুর বাণী যেহেন কোকিলা ধ্বনি
শুনিলে হএ জীবন সাফলে।
শুনি সাধুর নন্দন করে আর নিবেদন
শুন প্রভু অনাদি নিধন
সেই স্থানে থাকিবার আজ্ঞা হৈল করতার
এথা রহি সেবিতে চরণ।
তবে প্রভু করতার লাগিলেন্ত কহিবার
শুন কহি সাধুর কুমার
কলির প্রথম যুগে আদম গঠিমু আগে
পাইলেক সংসার মাঝার।
কথেক রসুলগণ মহা মহা যথজন
তার বংশে হইছে সৃজন
পীর আর পয়গাম্বর আউলিয়া আম্বিয়া আর
গাউস কুতুব সর্বজন।
আর যথ নরগণ কিবা হিন্দু মুসলমান
সব গেছে সংসার মাঝার
আদমের বীজ গেছে এ সবের জন্ম হৈছে
বঞ্চে সব হরিষ অন্তর্।

আসিবেক পুণ্য করি　　সেই ভয় মনে ধরি
গঠিয়াছে সংসার ভুবন
এথা হন্তে স্বর্গপুরে　　নাপারেন্ত যাইবারে
শুন কহি সাধুর নন্দন।
পুণ্য কর্ম করিবারে　　শাম দেশ নাহি পারে
স্বর্গেত যাইব কোন্ ফলে
আত্তমা [আত্মা] ধরি যথজন　　সব গেছে ত্রিভুবন
পাইবারে স্বর্গের ভুবন
শুনিয়া প্রভুর বাণী　　মনেত সাফল্য জানি
বলিলেন্ত সাধুর নন্দন
পাইয়া সে স্বর্গপুরী　　সেই আশা মনে ধরি
বলে আমি যাইব ভুবন।
আমা পাইয়া সর্বজনে　　আসিয়াছে এ ভুবনে
ফিরিয়া যাইতে স্বর্গস্থলে
হীন মুকুলে কহে　　মোর মনে হেন লএ
এই মতে ভুলিয়াছে সকলে।

। বরারি রাগ।

নাথ হে কি হইল মোরে দিয়া
শুনিয়া প্রভুর বাণী ঝরে মোর হিয়া।
ছটফট করে চিত্ত শুনি প্রভুর বাণী
হৃদেত আনল জ্বলে দহএ পরাণী।
সমুখে সমুদ্রের সর না দেখি উপায়
কেমতে হইব পার মনে লাগে ভয়।
কে মোকে করিব পার নাহি স্থান স্থিতি
ডুবিব সমুদ্র মাঝে হইব দুর্গতি।
আমার নসিবের দোষ ঘাটে নাহি নাও

সমুখে দরিয়া বড় বিপরীত বাও।
সেদেশে যাইতে আমি নাহি চিনি পন্থ
দেশের নাহিক কেহ নাহি জানি অন্ত।
এথেক আন্ধার দেশ চাহিতে নারে আঁখি
ধরিয়া হাঁটিব কারে লক্ষ্য নাহি দেখি।
আমার কর্মের দোষে রহিলাম পড়িয়া
যদি মোর পঙ্খ দিত যাইতুঁ উড়িয়া।
হীন মুকুলে কহে একিন কাণ্ডার
তরঙ্গে পড়িলে আমা করিবা উদ্ধার।

সৃষ্টির বৃত্তান্ত

। পয়ার ।

তবেত সাধুর সুত হইয়া সম্মতি
কহিতে লাগিল সব মনের আরতি।
শুন প্রভু নিরঞ্জন মাগি পরিহার
কিরূপে থাকিব আমি সংসার মাঝার।
উড়িয়া চলিব কিবা রহিব এই মতে
কিরূপে থাকিব প্রভু কহ নাহি সত্যে।
শূন্যেত বসিব কিবা বৃক্ষ ডাল' পরে
পুষ্কর মাঝারে কিবা সমুদ্র অন্তরে।
খাকেত বসতি কিবা আনলেত বাস
কি হেতু কথাত গিয়া করিমু প্রবেশ।
রাখিবা কেমন স্থানে কহ নিরঞ্জন
শুনিবারে শ্রধা বড় সে সব বচন।
কিবা মুক্তা মধ্যে মোর হইব বসতি
কিবা সেই দেশে গিয়া পাইব দুর্গতি।
আন্ধার থাকির কিবা আছ এ রোশন

কি হেতু গঠিছ প্রভু সেইত ভুবন।
শুনিয়া সাধুর বাক্য প্রভু নিরঞ্জন
কহিতে লাগিল প্রভু মধুর বচন।
পূর্বকালে বানাইয়াছি সেই ত্রিভুবন
তাহাতে সৃজিল আমি আতসীরগণ।
কতকাল বঞ্চিলেন্ত স্বর্গের ভুবন
একমনে সেবা না করিল কোন জন।
দেখিলুঁ এ সবে যদি করে অনাচার
তবে আমি নিজ মনে ভাবি আপনার।
দেও পরী পশুপাখী সৃজিল যখনে
দেখিলুঁ এ সবে না সেবে এক জনে।
বৃক্ষ আদি তরুলতা যথ জীবগণ
একে একে করিলুঁ আমি সে-সব সৃজন।
পরীক্ষিয়া সকল চাহিলুঁ বুঝাই
বাক্য নাহি রাখে কেহ অপমান পাই।
বিচার করিয়া তবে কোপ করি মনে
দেওপরী পাঠাইলুঁ পাতাল ভুবনে।
ভাবিতে লাগিলুঁ বসি নিজ সিংহাসন
ফিরিস্তা রখিলুঁ সব স্বর্গের ভুবন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে মনে করি সার
আদম গঠিয়া দিলুঁ সংসার মাঝার।
তবে আমি ফিরিস্তাক ডাকিয়া সত্বর
'কুলজুম' দরিয়া হতে 'খাক' আনিবার।
আজ্ঞাপাই আজ্রাইল আনি খাকবর
অবিলম্বে আসি দিল আমার গোচর।
খাকের প্রকৃতি দেখি হরষিত হৈলুঁ
আব আতস খাক আনি একত্র করিলুঁ।

'মকরব' ডাকি আমি কহিলুঁ যত্তনে।
আদম বানাই আনি দেও এইক্ষণে।
'নুরনামা' কিতাবে আছে এসব বচন
পুস্তক বিশাল দেখি না কৈল রচন।
আব আতস খাক বাত করি একঠাঁই
'মকরবে' বানাইল আদমের দেহি।
প্রভু বলে শুন কহি সাধুর নন্দন
আদম দেখিয়া মোর মজি গেল মন।
আপনার হস্তে তবে মস্তক সৃজিলুঁ
অনন্ত মহিমা দিয়া তাহানে বানাইলুঁ।
নানাবর্ণ কোঠা তাত গঠি নিজ করে
ঠাঁই ঠাঁই রাখিয়াছি হাজারে হাজারে।
বানাইয়াছি যথেক গমি [?] তার নাই অন্ত
গুরুএ কহিব তোমা সে সকল পন্থ।
যে কিছু গঠিছি আমি স্বর্গের উপরে
সেই রূপে বানাই আছি আদমের শিরে।
যেমতে সৃজিছি আমি নিজ সিংহাসন
তেনমত গঠিয়াছি আদমের তন।
যেই জোতে সৃজন হইল নবীবর
সেই জোত দিয়া আদম করিলুঁ পসর।
অবিরত জ্বলিতে আছএ দিবানিশি
উজ্জ্বল হইয়া জ্বালে জিনি রবিশশী।
পাত্রক বালুয়া [?] দিয়া দেখএ সকলে
হরিষে বঞ্চএ সব মন কুতুহলে।
খাক দিয়া গঠিয়াছি সেইত ভুবন
ভূমি 'পরে লক্ষ্য করি হাটে সর্বজন।
নর্মে জন্মে গতাগত করে মনরঙ্গে

[সংসারে] আছএ সব পবনের সঙ্গে।
সর্বঘরে আছি আমি পবন সংহতি
আমি তোলাই ঘর করিএ বসতি।
এ কারণে সংসারে সব লোক প্রচারএ
খোদার বান্দা খোদা জুদা নহে সর্বলোক কএ।
সংসারেত বঞ্চিতে আছএ সর্ব নর
এ কারণে আপনে তোলাই নিজ ঘর।
যথকিছু গঠিছি স্বর্গমর্ত্য পাতাল
আদমের দেহমধ্যে সৃজিলুঁ সকল।
অনন্ত মহিমা আছে এ তিন ভুবনে
আপ বিনে সেইদিনে না ছিল কন জন।।
আকুল ভাবএ সব আপনার মন।
অল্পমতি নর সবে অল্পবুদ্ধি ধরে
আপনা ধড়ের কথা কহিতে না পারে।
নুর হতে 'আত্তমা' জান সৃজন করিয়া
আদমের দেহ মধ্যে রাখিছি ভরিয়া।
যথাতে গেছে জান জোতের বয়ান
তথা হতে দেখে সবে সংসার রোশন।
এ কারণে বলে সবে নুরের দ্রশন [দর্শন]
নুর হতে হইছে জান 'আরবা' সৃজন।
অনুক্ষণ তথাতে পবন আইসে যাএ
.... পরে লক্ষ করিয়া 'স্বহা' বৈসএ।
সেই স্থানে হইয়াছে আর সরোবর
আনল জ্বালিয়া তথা করএ পসর।
এ চারি মঞ্জিল মাঝে মোর সিংহাসন
চারিদিকে ফিরিস্তা আছএ চারিজন।
সিংহাসনে বসি মন হরিষ অপার

সেই ক্ষণে দশদিশে করিল দশদ্বার।
সিংহাসন ডানে-বামে আছে রবিশশী
সেই প্রভু ধেয়াইতে আছএ তথা বসি।
সেই দুই দ্বারে দিয়া পবনের বাস
সুগন্ধি তথাএ গিয়া করএ প্রকাশ।
তথা রহি নানা কেলি করে মহা 'মনি'
শুনএ এ সব কথা শ্রীগোলার ধ্বনি।
যদি তার মনে লএ দিবাম করম
এ কারণে বানাইছি আঠার মোকাম।
একেক মোকামে বৈসে একেক প্রকৃতি
গুরুএ কহিব তোমা আদি অন্ত গতি।
এ সপ্ত সাগর চিনি করিতে দেয়ান
বার বুরুজ দিছি দেখিতে সভান।
বত্রিশ কালাম দিছি এ হাট বাজার
আর য়থ বানাইছি হাজারে হাজার।
রবিশশী দিছি আর পবন হুতাশ
গঠিছি মুলকুত তত্ত্ব কহিতে বিশেষ।
এ চারি মঞ্জিল কথা আছএ বহুত
গুরুএ কহিব তোমা আদি অন্ত তত্ত্ব।
চার কুতুব ষোল পরী আছে পরিমাণ
গুরুএ দেখাইব তোমা সে সব নিশান।
কথকে কহিব আমি নাড়ীর বিচার ...
তিনশত ষাট নাড়ী শরীর মাঝার।
চারিচন্দ্র দিয়া সব করিয়াছি সার
তিনশত ষাট রগ নিয়ম করিছি
তিনশত ষাট নাড়ী খিছিয়া রাখিছি।
কথ বা কহিব আমি নাড়ীর বিচার

তিন শত ষাট নাড়ী শরীর মাঝার।
তিনশত ষাট জোড়া দিয়া গঠিছি আদম
ভজিলে গুরুরপদ পাইবা নিয়ম।
এই মতে দেহ মধ্যে সৃজিলুঁ অপার
গুরুএ কহিব তোমা আদি অন্ত সার।
গঠিয়া আদম যদি করিলেক স্থিতি
জীব সঞ্চারিয়া দিল হরষিত মতি।
আদম বানাই যদি খোশ হৈল অতি
কহএ মধুর বাণী মুখে নাহি জুতি।
কুবেশ দেখিয়া তানে ভাবে মনে মন
নিজ সখা মুহম্মদ আনিয়া তখন।
আদি অন্ত যথ কথা কহিল খবর
আদম মুখ তুমি করহ পসর।
করজোড়ে রসুলে ডাণ্ডাই ততক্ষণ
সজিদা করিয়া কহে মিনতি বচন ।
শুন প্রভু করতার ত্রিলোকের নাথ
তোমার চরণে ভয় লাগিল অকস্মাৎ।
মুই হেন কথ দাস আছে শতে শতে
হেন বাক্য আমারে কহিলা কোন মতে।
তোমার সাক্ষাতে হেন শক্তি আছে কার
ইঙ্গিতে গঠিতে পার সয়াল সংসার।
হেন বাক্য আমারে কহিলা কি কারণ
এথ শুনি কহিলেক প্রভু নিরঞ্জন।
যথেক রসুলগণ হইছে সৃজন
কেহ না জন্মিল জান তোমার সমান।
নিজ তনু ভাগ করি তোমারে সৃজিল
আর যথ নুর ছিল তোমা সবে দিল।
কাম ক্রোধ লোভ মায়া যথ ছলাছল[১]

১. চলাচল

তোমা অঙ্গে এ সব গেছএ সকল।
গোলাএ রাখে ধন ভাণ্ডেত ভরিয়া
দুগ্ধ নিকালি আনে সুধাভাণ্ড থুইয়া।
তেনমতে খালি করি আমার নিজ ঘর
তোমারে সৃজিছি শুন নবীবর।
শুধু কাষ্ঠ হেন তনু আমার আছএ
কিরূপে রোশন হৈব শুন মহাশএ।
আমার অঙ্গেত জান নুরের সঞ্চার
একারণে তোমা হতে গঠিছি সংসার।
আর্শ কোর্স লৌহ কালাম এতিন ভুবন
তোমা হতে হইয়াছে সংসার সৃজন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি তোমা অধিকার
তুমি বিনে সংসারেত নাহিক উদ্ধার।
শুনিয়া প্রভুর বাণী হরষিত হৈল
সজিদা করিয়া মনে সাফল্য মানিল।
আদমের মুণ্ডে নবী দণ্ড ফিরাইলা
আন্ধার আছিল মুখ পসর হইলা।
পূর্ণমাসীর চন্দ্র সম জ্বলে মুখ জুতি
ডগমগ করে মুখ উজ্জ্বলিত অতি।
জিব্‌রিল ডাকিয়া কহে মধুর ভারতী....
ভিহিস্তের দ্বারে গিয়া করিয়া সমাজ
আদম সঙ্গতি গিয়া করিতে নামাজ।
শুনিয়া প্রভুর বাণী হরিষ অন্তরে
আদম লইয়া গেল ভিহিস্ত মাঝারে।
জিব্‌রিল আগে হৈয়া আদমের সাথ
নামাজ পড়িল সবে করিয়া জামাত।
কেরাত পড়িল যদি কুতুহল মনে
একবারে সজিদা করিল সর্বজনে।
কায়ামনে সজিদাতে রসুল রহিল

জিব্রাইল আগে শির আদমে তুলিল।
এথ দেখি ভয় পাইল আদমের মনে
তখনে ডাকিয়া বলে প্রভু নিরঞ্জনে।
দ্বিতীয় সজিদা করিবা মহাশয়
অবিলম্বে সজিদা করিল মহাশয়।
কায়ামনে নামাজ পড়িল নবীবর
দেখি প্রভু নিরঞ্জন হরিষ অন্তর।
সকলে ডাকিয়া প্রভু কহিল বচন
আদমেরে সজিদা করহ সর্বজন।
মকবাব না করিল কোপ করি মনে
তেকারণে দুর্গতি হইল ত্রিভুবনে।
শির উঠাইয়া তবে দেখএ সকলে
লাহানতের ডুরি দেখে মকবাব গলে।
বন্ধনে দেখি সবে মনে পাইল ডর
দ্বিতীয় সজিদা সবে করিল সত্বর।
দ্বিতীয় সজিদা জান হইল সেইদিন
একারণে সংসারেত করে নরগণ।
হীন মুকুলে কহে দেখিয়া কোরানে
সমাজে নামাজ পূর্ণ আছে ত্রিভুবনে।

কবির আত্ম-শোচনা

। **দীর্ঘছন্দ** ।

সখি মনের আশা অনেক ভরসা
ভুজিতুম বন্ধুয়া পাএ। ধূয়া।
আমার ভাগ্যের ফলে বন্ধুয়াএ ছাড়িতে বলে
এবে আমি যাইব কথায়।
বন্ধে ছাড়িল দয়া কে মোকে করিব মায়া

উপায় বোল সখী মোরে
ভাবিতে হতাশ দোসর নাহিক পাশ
থাকিমু কাহার ঘর
ইষ্টমিত্র মোর নাই কহিমু কাহার ঠাঁই
কহিতে মুখে নাহি বাণী
হৃদের আনলে জ্বলিমু সমূলে
কোন্ সখী ঢালি দিব পানি।
বন্ধুয়া বিনে আর কেহ নাহি মোর
শুনিতে এ দুঃখের ভার
সয়াল বিচারি ঠাঁই তুমি বিনে কেহ নাই
ভবসিন্ধু করিতে উদ্ধার।
নসিবে লেখিছে যেবা তাহারে খণ্ডাইব কেবা
ভুগিলে ছাড়িব সেই দশা
হীন মুকুলের বাণী কহে নিজ মনে গুণি
সবে করি বন্ধের ভরসা।
এই মতে স্বর্গপুর আছিল আদমবর
কায়মনে করএ স্মরণ
দিলে মুখে এক হই প্রভুর তকবীর কই
এই মত সেবে অনুক্ষণ।
ডাইন বামে একতিল নাহি হেলে তার দীল
ধ্যানেতে আছএ নবীবর
সেবা করে এক দীলে নিজ তনু কাটি নিলে
তথাপিহ নাহিক খবর।
পাথরের কায়া যেন আদমের মন তেন
নাড়ন না যাএ কোন পাকে
দেখি প্রভু নিরঞ্জন দিয়া হুরাইন গণ
পরীক্ষি চাহিল একে একে।

দেখিয়া ফিরিস্তাগণ　　স্বর্গবাসী যথ জন
লজ্জিত হইল সর্বজন
এথশুনি নিরঞ্জন　　হরষিত হৈয়া মন
ডাকি বলে মধুর বচন।
তুমি সব স্বর্গপুরে　　লই যাও আদমেরে
দেখাইতে স্বর্গের ভুবন
সেই স্বর্গে থাকিবারে　　খোশ হএ নবীবরে
তুমি তানে দিবা সেই স্থান।
সুগন্ধি যথেক ফল　　সৃজিআছি স্বর্গস্থল
একে একে দেখাইবা নবীরে
পুছিবা সাবধান　　যেই তার লএ মন
সেই সব দিবা খাইবারে।
রত্তন মাণিক্য ঘর　　সাজ কবি মনুহর
তার মাঝে রাখ নবীবর
বুঝিয়া তাহার মন　　সবে আসি ততক্ষণ
আমা তবে কহিবা সকল।
প্রভুর আদেশ পাই　　আদম সংহতি লই
গেল সব স্বর্গের মাঝার
দেখিয়া স্বর্গের সাজ　　হরষিত নবী রাজ
মন সুখ হইল অপার।
মনেত সাফল্য মানি　　পুছিলা মধুর বাণী
কহ শুনি ফিরিস্তারগণ
এই স্বর্গ ত্রিভুবন　　যে করিল সৃজন
কহ শুনি সেসব বচন।
এসব সাজের ঘর　　কারে দিব করতার
কহ শুনি ফিরিস্তারগণ
এথ কৃপা কার 'পরে　　রাখিয়াছে করতারে

এ ঘরে রাখিব কোন্ জন
জিব্রাইলে এথ শুনি কহিল মধুর বাণী
শুন নবী সেসব খবর
স্বর্গমর্ত্য পাতাল আর এতিন ভুবন সার
গঠিয়া আছএ করতার।
যথজীব ত্রিভুবনে সৃজিয়াছে নিরঞ্জনে
কথ কহি সেসবের বচন
জনম অবধি ভরি প্রভু পাদ সেবা করি
বুঝিয়াছি করতার মন।
তোমা সম দয়া আর না করিছে করতার
আমি না দেখিছি কোন দিন
কহিয়াছে দয়াময় যেই তোমা মনে লয়
সেই স্বর্গ দিব নিরঞ্জন।
আমা ডাকি নৈরাকার কহিয়াছে বারে বার
তোমা মর্ম বুঝিতে কারণ
যেই তোমা মনে লয় কহ নবী মহাশয়
অবিলম্বে দিব সেইস্থান।
সুগন্ধি যথেক ফল নির্মিয়াছে স্বর্গস্থল
চাহ আসি স্বর্গের মাঝার
যে তোমার লয় মনে কহিয়াছে নিরঞ্জনে
সেই সব দিব খাইবার।
আদমের হস্তে ধরি লই গেল স্বর্গপুরী
দেখাইল আনন্দ মহিমা
দেখিয়া স্বর্গের সাজ ধন্ধ হৈল নবী রাজ
মহিমার নাহি দেখে সীমা।
ভিহিস্তের সাজ দেখি আদম হইল সুখী
পুছিলেন্ত হরষিত মতি

এসব স্বর্গের ঘর　　নির্ম্মিয়াছে মনুহর
তাতে হৈব কাহার বসতি।
বুঝিয়া আদমের মন　　কহিল ফিরিস্তাগণ
শুন কহি সেসব খবর
তোমা বিচে বহুজন　　হইলেক সৃজন
সেসবে পাইব এ ঘর।
এথ শুনি নবীবরে　　হরষিত মনান্তরে
সজিদা করিল এক মনে
দেখিয়া ফিরিস্তাগণ　　অতি হরষিত মন
পুছিলেক মধুর বচনে।
যেই তোমা মনে থাকে　　কহ নবী একে একে
শুনি এবে তোমার কাহিনী
যেই ঘর মনে লয়　　মনে ভাবি মহাশয়
সত্য কহ শুনি প্রেমবাণী।
আদমে এথেক শুনি　　মনেতে চিন্তিয়া পুনি
কহিলেন্ত মনের বাঞ্ছিত
শুনহ ফিরিস্তাগণ　　হেন লয় মোর মন
প্রভুপদে সেবা করি নিত।
মোর মনে এই আশ　　পদতলে লৈতে আশ [আশ্রয়]
যদি প্রভু মোরে করে দয়া
মনেত ভারিয়া চাহি　　প্রভু বিনে কেহ নাই
কে মোরে রাখিব সুখ দিয়া।
কহিবা প্রভুর তরে　　আমি আছি একসরে
কিরূপে থাকিব সেই স্থানে
মনে আমার লাগে ভয়　　কহ আয় মহাশয়
একসর থাকিব কেমনে।
আমি বিনে কেহ নাই　　কহিবা প্রভুর ঠাঁই
স্বর্গেত থাকিব কোন্ বলে
মুই হীন অধমেরে　　যদি প্রভু দয়া করে

তবে আমা রাখ পদতলে।
আদমের কাকুতি শুনি জিব্রাইল কান্দিল পুনি
প্রেমভাবে করি আলিঙ্গন
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অতি জিব্রাইল মহামতি
কহিতে লাগিল বিবরণ।
শুনিয়া তোমার বাণী দহে মোর তনু প্রাণি
কিরূপে যাইমু প্রভু আগে
তোমা ছাড়ি একতিল না চলএ মোর দীল
ডুবিয়া রহিছি হেন লাগে।
এ কারণে তোমা সবে বড় কৃপা করে তবে
নিজ হস্তে গঠিল আত্তমা ...
একারণে স্বর্গস্থল আর যথ ফলফুল
সকল সঁপিল তোমা স্থান।
স্বর্গমর্ত্য পাতালপুরী গঠিয়াছে কৃপা করি
যথসব তোমার কারণ
তোমা সমান কোনজন না হইল সৃজন
না দেখিছি এতিন ভুবন।
প্রভুর হুজুরে থাকি জনম অবধি দেখি
এথ দয়া নাই তার মনে
বহু কৃপা করতার দেখিয়াছি তোমা'পর
নিশ্চয় জানিল অনুমানে।
স্বর্গমর্ত্য পাতালপুরী এই অধিকারী করি
তোমাতে সঁপিব মহাশয়
তুমি হৈবা তার রাজা পালিবা সকল প্রজা
অবশেষে আসিবা এথাএ।
এথ শুনি নবীবর হরষিত অন্তর
মনে সুখ হইল অপার
প্রভুকে সেবন করি ভক্তিভাব মনে ধরি
সজিদা করিল নবীবর।

কান্দি বলে নবীবরে   একসর স্বর্গপুরে
কিরূপে রাখিবা নিরঞ্জন
তুমি বিনে নাই গতি   পুরাইতে মোর মতি
কাহাতে কহিব নিবেদন।
রাখিবা স্বর্গস্থলে   দূরে রহি বোলাইলে
কিরূপে শুনিবা করতার
কহে হীন মুকুলে   কায়মনে বোলাইলে
নিকটেত হইব খবর।

কবির খেদ

। কামদরাগ ।

কোথায় যাইমু   কাহাত কহিমু
না দেখি এহেন প্রিয়জন
হেন মরম সখী   নয়ানে না দেখি
বসিয়া কহিমু তার স্থান।
হৃদের মাঝারে   জ্বলন্ত অঙ্গারে
সদাএ জ্বলএ মোর মন
তনু প্রাণ মোর   হইল জরজর
এথ দুঃখ না যাএ সহন।
এ ভব সাগরে   ডুবিলুম একেবারে
এথাতে নাহিক পরিত্রাণ
শুনহ সখীগণ   হেন লএ মোর মন
ছাড়িয়া দিব নিজ প্রাণ
শুন সখীগণ   হেন লএ মোর মন
জীবনের নাই কোন আশা
হীন মুকুলে কহে   মোর মনে হেন লএ
মরিলে ছাড়ির দুঃখ দশা।

আদমের সৃজন বয়ান

। পয়ার ।

আদমে রাখিয়া সেই স্বর্গের মাঝার
জিব্রাইল আসি তবে প্রভুর গোচর।
যে কিছু আছিল কথা আদমের সনে
একে একে কহিলেন্ত প্রভুর চরণে।
জিব্রাইল মুখে শুনি আদমের খবর
অনুশোচ করে প্রভু বসি একসর।
জিব্রাইল নিবেদিল প্রভুর গোচর
আজ্ঞা কর দোসর পাঠাইতে নবীবর।
প্রভু বলে শুন কহি জিব্রাইল মহামতি
হাওয়াক সৃজিয়া দিলুঁ আদম সংহতি।
করজুড়ি জিব্রাইলে পুছিলা বচন
একে একে শুন কহি আদম কথন।
যেমতে সৃজিলুঁ আমি জমিন আসমান
সেই রূপে হৈব জান হাওয়ার সৃজন।
প্রভু বলে শুন কহি সে সব বচন
একে একে শুন কহি আদম কথন।
আসমানের নীরে হএ বৃক্ষ উপবন
আদমের তনয় হইব দুইজন।
তার বীজে জন্ম হৈব ভরিব ভুবন...
প্রেম বশে বন্দী হৈয়া আদম থাকিব
এক তিল নড়িবারে কভু না পারিব।
তবে নিছের? হইয়া হইব অপার
প্রেমবশে বন্দী হৈব সংসার মাঝার।
যেই মতে সেবা করে আদম সুজন
যেই মতে তার বিছে [বীজ?] করিব সেবন।

এ বলিয়া মগ্ন হৈয়া প্রভু নিরঞ্জন
হাওয়াকে সৃজিতে প্রভু করিলেক মন।
জিব্রাইলকে ডাকি কহে প্রভু করতার
অবিলম্বে যাও তুমি আদম গোচর।
নিদ্রা যাইতে আদমেরে কহ গিয়া তুমি
নিদ্রাকালে হাওয়াকে সৃজিয়া দিব আমি।
এথ শুনি আইলেক জিব্রাইল সুমতি
আদম ডাকিয়া কহে মধুর ভারতী।
শুনহ আদম তুমি কহিছে নিরঞ্জনে
ভূমিগত হৈয়া নিদ্রা যাইতে আপনে।
কাফুর জিনিয়া মাটি সফেদ বরণ
বহএ সুগন্ধির বাস স্বর্গের ভুবন।
অধিক সুন্দর স্থান মাএত তনু প্রাণ
প্রভুর আদেশে নবী করিল শয়ন।
পুষ্পতরুতলে শির রাখি নবীবর
সুতিল আদম নবী ভাবি করতার।
পুষ্পরেণু মধ্যে যেন ভোমর ছাপাএ
লাছাএ বান্দিল আঁখি নড়ন না যাএ।
কপরেন [?] খাইলে আঁখি ঢুলু মুলু করে
চরকী ফিরএ যেন দেখে নবীবরে।
দিন অস্ত গেল ভানু ডুবে যেন আপে
ডুবিল আমান সম দীপ কোপে।
আমান পুরেত মন করিল গমন
নিদ্রাএ চাপিল আঁখি হৈল অচেতন।
নিদ্রাএ বিভোর যদি হৈল নবীবর
হেনকালে আসিলেক প্রভু করতার।

আদমের বাম উরু ফাড়িলেক বলে
চন্দ্রসম একবিন্দু তখনে নিকলে।
সেই বিন্দু দিয়া প্রভু হাওয়া সৃজিল
ষোল কলা শশী যেন জ্বলিতে লাগিল।
দেখি প্রভু নিরঞ্জনে হরষিত মতি
জিব্রাইলে ডাকি কহে মধুর ভারতী।
ভুলাইতে না পারিল আদমের মন
এ কারণে হাওয়া আমি করিল সৃজন।
হাওয়া পাইয়া যদি ভুলিল নবীবরে
এই মতে নরসবে ভুলিব সংসারে।
বস্ত্র অলঙ্কার তুমি আন স্বর্গ হন্তে....
হওয়াক পিন্দাএ আনি নানা আভরণ।
অষ্ট অঙ্গে পৈরাইল অষ্ট অলঙ্কার
ভুবন জিনিয়া রূপ অতি শোভাকার।
স্বর্গের বসন পৈরে পাটাম্বর শাড়ি
নানা আভরণ সব রাখিলেন্ত জড়ি।
দর্পণ দেখিয়া তার জ্বলে মুখ জুতি
ডগমগ করে কান্তি উজ্জ্বলিত অতি।
ঘোরঘটা মেঝে যেন ছুটকে বিজুলি
নিরখিয়া চাহিতে না পারে আঁখি মেলি।
পুষ্পের সৌরভ অঙ্গে বহএ সুগন্ধি
মধুলোভে ভোমরাএ আপে হএ বন্দী।
কতবা কহিতে তার রূপের বাখান...
[এখানে পাঠ অলিখিত, সম্ভবত আদর্শ পুঁথির
পাঠ কীটদৃষ্ট কিংবা পুঁথিরপত্র হৃত ছিল]

আদম হাওয়ার বিয়ে

[.................... ধনি পূরিলেক রঙ্গে
পুষ্প বিকশিত কৈল দোহানের অঙ্গে।
জিব্রাইল কাজী উকিল ইস্রাফিল
মিকাইল আজ্রাইল সঙ্গে দিয়াছিল।
সেইক্ষণে জিব্রাইল কলিমা পড়াইল
এথ দেখি সর্বজন হরষিত হৈল।
দরুদ পরিল সবে অতি হরষিতে
হাওয়াকে সঁপিয়া দিল আদমের হাতে।
পুষ্পমালা ধরিয়া হাওয়ার গলে দিলা।
ভক্তিভাবে আদমের চরণ বন্দিলা।
হস্তে ধরি আদমে বসাইল বাম পাশে
ষোলকলা শশী যেন ডুবিল আকাশে।
রবিশশী জিনি কান্তি ডগমগ করে।
দেখি বিদ্যাধরীগণ হরিষ অন্তরে।
দেখিয়া হাওয়ার রূপ রহিলেন্ত হেরি
জিনিল হাওয়ার রূপ যথ বিদ্যাধরী।
সবে বোলে করতার কৃপাযুক্ত হৈয়া
হাওয়াক সৃজিল প্রভু এথ রূপ দিয়া।
আহা প্রভু করতার নিধনীর ধন
আমি সবেরে সৃজিল হৈল অকারণ।
অনুশোচ করে সবে আপনার মনে
একে একে গেল সব আপনার স্থানে।
আপনে পুরুষ [আর] আপনে যুবতী
দুই ঘরে দুই রূপে ভুঞ্জএ সুরতি।
হাওয়া লই আদমে বঞ্চএ কুতুহলে

এইমতে কথদিন আছিল স্বর্গস্থলে।
হাওয়া লৈয়া ভুলিলেক আদমের মন
এইসব পাইয়া ইব্লিস দুর্জন।
পূর্বের বৈর ভাবি তবে মনের মাঝার
গুন্দম খাওয়াই তানে আনিল সংসার।
আদমের নিয়ম ছিল আসিতে ভুবনে
ইব্লিসে ভুলাইল হেন বোলে অকারণে।
নবী বংশে লিখিয়াছে সেসব বয়ান
এ কারণে আমি না লিখিল এই স্থান।
তবে প্রভু নিরঞ্জনে ডাকি সাধুর সুত
আদি অন্ত যথ কথা কহিল বহুত।
এসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল [বাড়এ] দেখি তাহা না লেখিল।
আছিল এসব কথা আদ্যের বিচার
বাসত্তর সনে তাহা হইল প্রচার।
সৈয়দ সুলতানে আর মুহম্মদ খানে
এসবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জনে।
কিনারে বাঝিয়া জান আছিল কোন পাকে
আর যত্নে সাগরিদগণে নিল একে একে।
তা সবের মধ্যে জান শুনি একজন
হীন মুকুলে কহে পাঁচালী রচন।
[কলিকালে জন্ম মন হরের [মনোহরের] ঘরে
সমুদ্র মাঝারে ঘর কাচিয়া চরে।
সহস্র প্রণাম করি গুণিগণ পাএ
লিখনের ঘাট [ঘাইট] পাইলে ক্ষেমিবা সদাএ। লিপিকর]

কবির খেদ

। দীর্ঘ ছন্দ । কামদরাগ ।

আমার প্রাণ বন্ধু । কথ দিনে জানি । হইব দরশন । —ধূয়া

কুক্ষণে বাণিজ্যে আইলুম লাভে মূলে ঠেকি রৈলুম
কূল না পাইলাম কর্ম্মদোষে
বান্ধিলা প্রেমের ডোরে পাসরিলাম করতারে
না জানি কি হএ অবশেষে ।
দারুণ মায়ার বান্ধে পক্ষী যেন বাঝে কান্দে
ধর্ম্ম কর্ম কিছু নাহি ভাএ
প্রেমেত বান্ধিলুঁ মন ডুবাইলুম মাণিক্য ধন
হারাইলে ফিরিয়া না পাএ ।
কি জানি করিলুম পাপ তেকারণে এথ তাপ
সেই দুঃখ ফলে এথ দুঃখ পাম
আছিলাম ফিরিস্তা পুরী যেন চান্দ ছত্রধারী
তথৈ আমা বিধি হৈল বাম ।
এথা হন্তে মনস্থলে বিধি নামাইল বলে
আহা প্রভু নিদয়া নিঠুর
কোন কর্ম আজ্ঞা বিনে না করিলুম কোন দিনে
তবে কেন দিলা এথদূর
কাল নিদ্রা ভোলে আছিলুম কুতুহলে
পাসরিলুম প্রভু করতারে
তাহাতে প্রকাশ পাইল দারুণ ইব্লিস আইল
মায়া করি ভোলাইল মোরে ।
জ্ঞান ধ্যান যথ ছিল সুখ পাইয়া ভুলি গেল
রসেত ভুলিয়া গেল মন
কাম ক্রোধ লোভ মায়া আপনে সৃজিয়া দিয়া
এথ দুঃখ দেও নিরঞ্জন ।

কহ প্রভু নৈরাকার তুমি বিনে কেবা আর
পাপ পুণ্য করিলা সৃজন
সকল তোমার কাম আনে কহ এ বদ্‌নাম
অকারণে পরাভব কেন। যে ইচ্ছা করহ আপনে ....
তুমি বিনে লক্ষ্য নাই যাইমু আমি কোন ঠাঁই
এথ দুঃখ পাইতে কারণ
সয়াল ভ্রমিল চাহি তুমি বিনে কেহ নাই
শমনেত করিতে উদ্ধার
স্বর্গমর্ত্য পাতালস্থল সকল তোমার বল
তুমি বিনে কেহ নাই আর।
তোমা ছাড়ি য়াইবারে গতি নাই সংসারে
সর্বময় তুমি অধিপতি
আহা প্রভু নিরঞ্জন কঠিন তোমার মন
কেনে কর্‌ এথেক দুর্গতি।
নেক বদী যত জন করিয়াছ সৃজন
সর্বঘটে আছএ আপনে
হীন মুকুলের বাণী চাহ সবে মনে গুণি
যথ দুঃখ পাএ নিরঞ্জনে।

। পয়ার । জমকছন্দ।

মনে ভাবি কহিলেক সাধুর কুমারে
কিরূপে যাইব আমি নেয়ামতপুরে।
তবে প্রভু নিরঞ্জনে শুনি নিবেদন
ডাকিয়া বোলন্ত সব ফিরিস্তার গণ।
অবিলম্বে যাও তুমি সংসার মাঝার
দিয়া আস সাধুসুত নেয়ামতপুর।
প্রভুর আদেশ পাইয়া হরষিত মতি

চলিল সঙ্গতি লৈয়া সাধুর সন্ততি।
উড়িয়া চলিল সব বাউর উপরে
সরস রঙ্গে আসিলেন্ত নেয়ামতপুরে।
আছিল উমর নামে সাধু সেই দেশে
আনন্দ কৌতুকে সদায় বঞ্চএ হরিষে।
সেই সাধু মনুহর অধিক সুন্দর
প্রভুএ সৃজিয়াছে অতি মনোহর।
সেই ঘরে দূতবর কুতুহলে গেল
দুই দ্বারে বহে বারি অধিক শীতল।
সেই দ্বারে ডাণ্ডাইয়া ফিরিস্তার গণ
ডাকিয়া বোলন্ত শুন সাধুর নন্দন।
এই দ্বার দিয়া তুমি যাও নিজ দেশ
পবন সংহতি গিয়া করহ প্রবেশ।
আজ্ঞা পাইয়া সাধুসুত বাউ করি ভর
অবিলম্বে গেল সাধু মণ্ডপ ভিতর।
কথ দিন ডুবিয়া আছিল প্রেম রসে
পবনে লৈয়া গেল প্রেম ধ্যানের দেশে।
সেই স্থানে আছে জান প্রেমের সাগর
কথ দিন তথাতে আছিল সাধুবর।
অনুক্ষণ সেই নদী উথলে তরঙ্গে
অবিরত কুমারে ভাসএ তরঙ্গ সঙ্গে।
অধিক শীতল হএ সে নদীর পানি
তথায় ডুবিলে মন জুড়াএ পরাণি।
অমৃত জিনিয়া মিষ্ট লাগে অতি ভাল
জ্ঞান ধ্যান যথ ছিল ভুলিল সকল।
পুষ্পরেণু যেরূপে ভোমরাএ করে পান
তেন মতে মজ্জিয়া রহিল তনু প্রাণ।

মৃত পাইয়া যেহেন ভুলিল কীট গণ
সেই রূপ কুমারে ভুলিল নিরঞ্জন।
বেহুঁশ হইল যদি সাধুর নন্দন
আসিল প্রেমের [পাত্র] হইল অচেতন।
সেই নদীর জল খাএ সে সর্বজন
শিশুগণে অজ্ঞান বোলএ তেকারণ।
নেকি বদি ভাল মন্দ কিছু নাই ভাব
আনল বরুণ সব সমান জানব।
একূল ঐ কূল দুই কূল পাসরিল
মধ্যম সাগরে আসি কুমার ডুবিল।
বৃক্ষ গোটা সমুদ্রে ভাসএ যেন মতে
সেই মতে ভাসিতে লাগিল সাধুসুতে।
আর দিন কুমারে পাইয়া স্রোতধারে
অমরা দেশে নিয়া পেলিল সাধুরে।
আপনার ইচ্ছা নহে প্রভুর আদেশে
না পারিল আসিতে রহিল সেই দেশে।
সেইদেশে আছে নদী বরফ চরিত
গঙ্গা-যমুনার জল আইসে যাএ নিত।
সেই নদীর মাঝে জান পাতিয়াছে জাল
ফিরিয়া আসিতে নারে আল্লার খেয়াল।
প্রভুর আদেশ আগে লেখিছে কপালে
দশমাস বাঝিয়া মারএ সেই জালে।
বঞ্চিতে বাঝএ মীন আহার কারণ
সেই মতে বাঝিলেন্ত সাধুর নন্দন।
তরু ডালে ফল সব ধরে যেই মতে
সেই মতে ধরিয়া রহিল সাধুসুতে।
দিনে দিনে ফল সব বাড়ে রতি রতি

বাড়িতে লাগিল সাধু সে সব আকৃতি।
দিনকালে পাকিয়া পড়এ যেন ফল
পূরিলে নিয়ম আগে পড়ে ভূমিতল।
দশমাস যেরূপে আছিল সেই স্থান
একে একে কহি শুন সে সব বচন।
চারি চান্দ একত্রে হইয়া ছিল নীর
মথিয়া ভুবনে জান করিলেন্ত ক্ষীর।
লনী মধ্যে যেন মক্ষী আপনে ডুবএ
এইমতে কুমার জান ডুবএ তথাএ।
ভূমি'পরে বৃক্ষ হইয়া মেলে ডাল পাত
এই মতে কুমারে মেলিল ডাল পাত।
এ দশ মাসের কথা অনেক আছিল
পুস্তক বাড়এ দেখি তাহা না লেখিল।
দশ মাসে দশ চিজ দিল করতার
একে একে কহি তবে সে সব প্রচার।
প্রথমেত মধ্য দেশে পবন তাড়িল
দ্বিতীয় মাসেত মন তথাএ রাখিল।
তৃতীয় মাসেতে শ্রীগোলা হইল সৃজন
শব্দ আসি বাজে তথা শুনন্ত সুজন।
চারি মাসে কহে বাক্য সুললিত বাণী
কহএ মধুর বাণী শুনএ মহামুনি।
পঞ্চ মাসে দ্বাদশী জিন [?] নিরঞ্জন
মিঠা খাঠা সকল বুঝএ তেকারণ।
ষষ্ঠ মাসেতে হৈল আর 'বাস' সঞ্চার
দুঃখ সুখ শরীরে বুঝএ আপনার।
সপ্তম মাসেত প্রভু সৃজিলেক বাণী
উল্লসিত লাগে শুনি শ্রীগোলার ধ্বনি।
কাম ক্রোধ লোভ মায়া হইল অষ্টমাসে
হস্তিয়া হইল বন্দী মর্কটির আশে।

নবমে 'আকল' প্রভু করিল সৃজন
তান সম কেহ নাই এ তিন ভুবন।
দশ মাসে 'ইমা' জান কৈল্য করতার
এথা তথা দুহো কূল করিতে নিস্তার।
দশমাসে যেইরূপ [বয়ান] আছিল
পুস্তক বাড়এ দেখি তাহা না লেখিল।
দশ 'হরফে' কহিয়াছে প্রভু করতার
আঠার আকুল কায়া পালন কর।
দশমাস দশদিন হইল পূর্ণিত
প্রভুর আদেশে সাধু পড়িল ভূমিত।
অমর সাধুর ঘরে হইলেন্ত সুত
নানাবাদ্য বাজে আনন্দ বহুত।

জালালের মর্ত্য জীবনের শুরু

জ্যোতিষে গণিয়া সব কহিলেন্ত ভাল
শুভক্ষণে নাম তার রাখিলা জালাল।
গণিয়া সকল কথা কহিল বচন
শুভ পুত্র হইল তোমার পণ্ডিত সুজন।
নসিবে লেখিছে কি কহিমু বিশেষ
হেন শিশু জন্মিয়া না আছে কোন দেশ।
শুভলগ্নে তোমা ঘরে হইল সন্ততি
হইবেন্ত এই দেশে রাজা অধিপতি।
আর যথ লেখিয়াছে সাধুর কপালে
শাস্ত্র পড়ি কেহ না পারিব কোন কালে।
শরীর নির্মল হৈব বচন মধুর
বহু কৃপা করিয়াছে তাহার উপর।
যুবক হইব শিশু ধৈর্যবন্ত অতি

জিনিব পণ্ডিত সব তোমার সন্ততি।
মায়া করি পালিবেন্ত যথা প্রজাগণ
ধনবন্ত এই দেশে হৈব সর্বজন।
ভজিলে গুরুর পদ প্রভু দিব ফল
হইছে হইব যথ কহিব সকল।
প্রভুর আদেশ হই শিশুর উপরে
ভালমতে যত্ন করি পালিবা তাহারে।
জ্যোতিষে কহিল যদি এ সব বচন
শুনিয়া অমর সাধু হরষিত মন।
জ্যোতিষে গণিয়া সব কহিল অপার
পুস্তক বাড়এ দেখি না লেখিল আর।
তাহার রমণী ছিল অতি সুবদনী
নিজপতি ডাকিয়া কহিল প্রেমবাণী।
ভিক্ষুক ডাকিয়া আনি যথ দুঃখীগণ
দানধর্ম কর কিছু পুত্রের কারণ।
হরষিত হৈল সাধু নারীর বচনে
দান ধর্ম করিল যথ পুত্রের কারণে।
নিত্য কর্ম শিশুর করিল সাধুবর
মন সুখে শিশুক পালএ নিজ ঘর।
যেন তরুলতা বাড়ে বসন্তের বায়ুতে
তেনমতে বাড়িতে আছএ সাধু সুতে।
সোনার বরণ তনু নয়ন পুতলী
অধিক সুন্দর তনু যেন পুষ্পকলি।
বাপের পরাণ শিশু মায়ের জীবন
এক তিল না দেখিলে ঝুরএ নয়ন।
যেন পুষ্প শশীকলা জ্বলে মুখ জুতি
দেখিয়া মায়ের তনু উল্লসিত অতি।
এই মতে কথ দিন পালিলেন্ত রঙ্গে
আর দিন খেলিতে গেল শিশুগণ সঙ্গে।

আজিজ নৃপতির সাক্ষাৎ

দৈব যোগে সেই দিন দেশের নৃপতি
শিকার করিতে রাজা করিয়াছে গতি।
শিশুগণ খেলিতে আছএ পন্থগতে
হেনকালে নৃপতি দেখিল আচম্বিতে।
গজের উপরে থাকি দেখে রাজা বসি
নক্ষত্র অন্তরে যেন উলিয়াছে শশী।
মায়ামত্ত হএ সেই রুমের নৃপতি
দেখি শিশুর রূপ মগ্ন হইল অতি।
গজ হস্তে উত্তরিয়া আপনা পাসরি
আলিঙ্গন করিল রাজা শিশুগণে ধরি।
কপালেত চুম্ব দিয়া হৃদেত লইল
প্রেমেতে ডুবিয়া মন কান্দিতে লাগিল।
প্রেমের সাগরে তবে উথলিল ঢেউ
অগ্নির দর্শনে যেন উনাইল ঘিউ।
সেই গলে ধরি রাজা বাহে গড়াগড়ি
কলিজা ফাড়িয়া চাহে রাখিবারে ভরি।
হেনকালে পাত্র সব আসিয়া মিলিল
রাজার চরিত্র দেখি মনে ভয় পাইল।
পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া বলিল বচন
কি শোকে কান্দহ ধরি পরের নন্দন।
পাত্র সম্বোধিয়া তবে বোলে নৃপবরে
কহ দেখি শিশু তুমি হৈল কন ঘরে।
'আজিজ' নৃপতি সেই রুমের ঈশ্বর
মর্ত্যে থাকি কহে সব স্বর্গের খবর।
রাজা বলে শুন পাত্র আমার বচন
এই শিশু মানব নহে কদাচন।
গন্ধর্ব কিণ্নর কিবা ফিরিস্তার গণ

মায়া করি জন্মিলেক আসিয়া ভুবন।
পাত্রে বলে সে সব জানিল যদি সার
শিশু লৈয়া যাও রাজা ঘরে আপনার।
যার শিশু হএ সেই যাইব তথাতে
বহু ধন দিয়া শিশু লৈব তার হাতে।
শুনিয়া পাত্রের কথা হরিষ অন্তর
শিশু লই গেল নৃপ আপনার ঘর।
রাজার ঘরণী শুনি হরিষ অপার
আগু সারি নিল শিশু ঘরে আপনার।
নিজ ঘরে অনুশোচ করএ সদাএ
পুত্র কন্যা তার ঘরে না দিল আল্লাএ।
পাইয়া সুন্দর শিশু প্রেম উপজিল
নানা উপহারে শিশু পালিতে লাগিল।
অমরের নারী তবে না দেখি কুমার
নিজ স্বামী ডাকি পুছে পুত্রের খবর।
প্রভাত সময় যদি শিশু গেছে খেলিবার
বেলা অবশেষ হৈল না আসিল আর।
না খাইল দুগ্ধ শিশু রহিল কেমনে
ছটফট করে চিত্ত পুত্রের কারণে।
নারীর মুখেতে শুনি এ সব বচন
চমকি উঠিল সাধু বিদরে জীবন।
শিশু উদ্দেশিতে সাধু চলির সত্বর
সাধুক দেখিয়া আইল যত শিশুবর।
আগুবাড়ি কহে সব আদি অন্ত গতি
তোমা শিশু লৈয়া গেল রুম নরপতি।
যেই মতে খেলিতে আছিল শিশুবর
একে একে কহি সবে এসব খবর।
যেমতে নৃপতি ধরি তুলি শিশু গলে
বহুল কান্দিল রাজা লুটি ভূমি তলে।

কান্দি কান্দি সকলে কহিল বিবরণ
গজে তুলি লৈয়া গেল তোমার নন্দন।
মৈল কিবা জিল শিশু নির্ণয় না জানি
শিশুর কান্দনে মোর দগধে পরাণি।
অমরে শুনিল যদি এ সকল বাত
আচম্বিতে শিরে যেন পড়ে বজ্রঘাত।
জ্বলিয়া আনলে তার দহি যাএ চিত
সহিতে না পারি শোক পড়িল ভূমিত।
যেন বৃক্ষ উপাড়িলে পড়এ ভূমিত
তেনমত পড়িয়া রহিলা সাধু সুত।
হাহাকার করি সাধু হৈলা অচেতন
ধরিয়া রহিল তারে যথ শিশুগণ।
দ্বারে দাণ্ডাইয়া আছএ তার নারী
শিশুর কারণে পন্থ রহিয়াছে হেরি।
হেনকালে আচম্বিত দেখিল সুবদনী
মৃততুল্য সাধুকে লইয়া আইসে পুনি।
অস্তে ব্যস্তে ধরিয়া যথেক শিশুবরে
আনিয়া রাখিলা সাধু নারীর গোচরে।
নিজ স্বামী দেখি নারী ধন্ধ হৈল মতি
পুছিল সবার স্থানে আদি অন্ত গতি।
কহ শিশু হেনবল ধরে কোন জন
হেন গতি আমার স্বামীর কৈল্য কি কারণ।
দেও পরী জিনিতে পারএ বাহুবলে
হেন সাধু কি শোকে পড়এ ভূমিতলে।
নিজ ধনে পারে সাধু বান্ধিতে সবার
কেবা হেন বলী কহ শুনি শিশুবর।
হেন অপমানে মোর দহি যাএ জিউ
অবিরত বদনে ফুকারে পিউ পিউ।
ধরিয়া স্বামীর পদ পড়িল কুমারী

আর্তনাদ করি কন্যা কান্দএ ফুকারি।
হাহা পুত্র করি সাধু জুড়িল কান্দন
পুত্রের কারণে সাধুর বিদরে জীবন।
নিজ স্বামী সম্বোধিয়া বলিল উত্তর
কি শোকে কান্দহ সাধু কহ মোরে ত্বর।
কহিতে মরম ফাটে শুন কহি সতী
তোমার শিশু লৈয়া গেল রুম নরপতি।
শুনিয়া পতির বাণী মনে পাইল তাপ
কান্দিতে লাগিল বিবি করিয়া বিলাপ।
মুকুলে কহে যে লেখিছে নিরঞ্জন
মিছা শোকে বিলাপ করএ অকারণ।

মায়ের বিলাপ

। একতালি ছন্দ।

শুনিয়া পুত্রের কথা　　হৃদেতে লাগিল ব্যথা
যেন বিষাচন (?) খাইয়া
হরিণী চলএ ধাইয়া　　লাজ ভয় তেয়াগিয়া
পাগল চরিত্র হৈয়া।
নিজ হস্তে খড়গ লৈয়া　　পন্থে বারএ রৈয়া
যাকে পন্থে দেখে নর
ফুকরি পুছন্ত নারী　　কহ শুনি এ খবরি
দেখছনি পুত্র মোর।
খড়গ দেখি ভয় পাইয়া　　সবে ধাএ প্রাণ লৈয়া
নিকটে আইসে যেই জনে
অবিচারে খড়গ হানে　　পড়িয়া ভূমির 'পরে
স্মরিয়া কান্দে তারে
আহা বিধি নিদারুণ　　দয়া নাই তোর মন

কঠিন তোমার চিত্ত দিয়া কল্যা বঞ্চিত
আকাশের শশী দিলা কোন্ দোষে হরি নিলা
না দেখিলুঁ চান্দ মুখ কথক সহিব দুখ
ঘন ঘন বহে স্বর শোকে হই জর জর
ডাকি বলে করতার পুত্র আনি দেও মোর
তপে দিমু এক মন ভস্ম হৈব সিংহাসন
কি মোর পুত্র দেও নহে মোর স্থানে নেও
দুই মধ্যে এক ভালা কথক সহিব জ্বালা
এথেক কহিয়া নারী রহিলেন্ত ধ্যান ধরি
নারীর জ্যোতের তাপে আনল জ্বলিল আপে
শূন্য হইল রত্নময় দেখি প্রভু পাইল ভয়
ত্রাস পাইয়া নিজ মন না জ্বলিতে সিংহাসন
প্রভুর আদেশ পাইয়া ফিরিস্তা আইল ধাইয়া
বসি হজরত মীর ভাবে প্রভু করতার
হেনকালে দূত বরে আনি তান গোচরে
কহিয়াছে করতার সকল কহিলা সার
সান্ত্বাইতে কন্যা ভাল আচম্বিত তথা গেল
আপনা পাসরি নারী আছএ ধ্যান করি
হেনকালে অকস্মাৎ তথায় গেল হজরত
ধ্যান করিতে ভঙ্গ মায়া পিক করি রঙ্গ
শিশু হৈয়া নানা ছলে ধরিল মায়ের গলে
মুখে দিল দুগ্ধ ধরি চমকি উঠিল নারী
মিছা মিছা চাটে মুখে কৌতুক করিল সুখে
আখি মেলি দেখে সতী কোলে দেখে শিশু মতি
হেরিয়া শিশুর মুখ পাসরিল যথ দুখ
দেখি হরষিত বালা নিবিল আনল জ্বালা
অগ্নিতে পড়িল জল তপ্ত হইল শীতল
মুকুলে কহেন সখি মিছা দিয়া রাখে ঢাকি

শিশুরূপী হজরতের শিক্ষা

। পয়ার ছন্দ ।

শিশুক পাইয়া নারী হরষিত মন
আপনা পতিক গিয়া করিল চেতন।
আখি মেলি দেখে সাধু আপনা সন্ততি
শিশুকে লইয়া কোলে হরষিত মতি।
জল পাইয়া মরা বৃক্ষ বাঁচে যে প্রকার
তেনমত শীতল হইল সদাগর।
শুন প্রভু কহি তবে হিত উপদেশ
'আইয়ম' হইল এবে পড়হ বিশেষ।
শুনিয়া সাধুর বাক্য অতি হরষিতে
অমৃত জিনিয়া বাণী কহে হজরতে।
শুন পিতা কহ এবে আমা নিবেদন
গুরু আনি দেও আমা পড়িতে কারণ।
হরষিত হৈয়া সাধু প্রভুর চরণ
সহস্রেক ভাবে করে নিবেদন।
পুত্রবাক্য শুনি সাধু হরষিত মন
আজ্ঞা দিল গুরুকে আনিতে ততক্ষণ।
সব হতে বড় যেবা পণ্ডিত সুজন
তাহাকে ডাকিয়া আন শুন দূতগণ।
আজ্ঞা পাই দূতগণ চতুর্দিক হতে
বিদগধ পণ্ডিত সব আনিল সাক্ষাতে।
সর্বজন সম্বোধিয়া পুছিল বচন
কে পারিবা পড়াইতে আমার নন্দন।
সব হন্তে বড় এক আছিল সুজন
আগে হৈয়া কহিতে লাগিল বিবরণ।
আজ্ঞা কর পড়াই আমি তোমার নন্দন

মাস প্রতি নিয়ম পাইৰ কথ ধন।
এথেক শুনিয়া সাধু হরষিত হৈল
প্রতি মাসে নিয়ম সহস্র তঙ্কা কৈল।
পণ্ডিতে কহিল আমি কহিতে বাসি লাজ
সহস্র তঙ্কায় মোর কেনে হৈব কাজ।
একসর অরজি [অর্জি] খায়ন্ত বহুতে
অল্পধনে সকল পালিব কোন্ মতে।
লজ্জিত হইয়া সাধু বলিল বচন
রতন কাঞ্চন তারে দিল বহু ধন।
ধন পাইয়া হরষিত পণ্ডিত সুমতি
লাগিলেন্ত পড়াইতে সাধুর সন্ততি।

ধন-মহিমা

তামা কড়ি ধন প্রভু করিল সৃজন
তেকারণে নানা সুখে রয় সর্বজন।
ধন বিনে সংসারেত জীবন বিফল
ধন দিয়া বান্ধিছে সকল মহীতল।
ধন বিনে কার্য নাহি ভাবি চাহ মনে
ধন উদ্দেশিতে সবে ফিরএ ভুবনে।
ধন হৈলে সংসারেত হএ বন্দ্য নৃপতি
যবে ঘরে ধন নাই পায়ন্ত দুর্গতি।
ধন হৈলে মূঢ় জনে পাএ জাতি মত
ধনের অধীন করি সৃজিল জগত।
ধন বিনে পুণ্য কর্ম করিতে না পারে
ভাবি চাহ সর্বজনে মনের মাঝারে।
ধন হৈলে জাতি রক্ষা হয়ন্ত সংসারে
ধন পাইলে গুরুজনে আশীর্বাদ করে।

শত্রুজন মিত্র হয় যদি পাএ ধন
ধন পাইলে মহাজনে হরষিত মন।
নিজ নারী না সেবএ না থাকিলে ধন
পুত্রক বধএ বাপে ধনের কারণ।
ধন দিয়া এজিদে ভুলাইল সর্বজন
ধন পাইয়া নবীক করিল নিধন।
ধন হেতু প্রাণ সখা অনেক চর দিল
এ কারণে সংসারেত ঘোষণা রহিল।
ধন হৈলে হীন জন হএ কলাবতী
ধন হতে সংসারেত কেহ নাহি গতি।
ধন পাইলে সেবিতে পারএ সর্বজন
হীনজনে শক্তি করে পাইয়া বহু ধন।
শক্তি সব বধে পুনি ধনের কারণ
নিজ হেতু করতার সৃজিলেন্ত ধন।
বহু ধনে সেবিতে পারএ নিরঞ্জন
কহিব বিশেষ আর ভাবি চাহ মন।
এ কারণে লালস [লালচ] করএ নরগণে
বহু ধনে তুষ্ট হএ পণ্ডিত সুজনে।
কায়মনে পড়ায়ন্ত সাধুর নন্দনে।
বেদশাস্ত্র যথ সব আদ্যের বিচার
একে একে পড়াইল সে সকল আর।
গোপ্ত ব্যক্ত সব কথা পড়াইয়া দিল
আন্ধার আছিল দীন রোশন হইল।
হইছে হইব যথ এ তিন ভুবনে
কহিতে লাগিল সব তোমার নন্দনে।
শুন সাধু তোমায় আমার নিবেদন
না পারিব পড়াইতে তোমার নন্দন।

মানব না হএ জান তোমার সন্ততি
তাহাকে পড়াইতে আমার নাহিক শকতি।
তাহান মহিমা আমি বুঝিয়াছি সার
হেন শিশু না দেখিছি সংসার মাঝার।
পণ্ডিতকে সম্বোধিয়া বলিল বিশেষ
তোমা হতে বেশ- কেবা আছে এইদেশ।

পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ

এথ শুনি কহিলেক পণ্ডিত সুমতি
আমা হতে বেশ আছে রুম নরপতি।
পাইয়া সুজন গুরু পড়িল অপার
মর্ত্যে থাকি কহে সব স্বর্গের খবর।
সে সব কহিতে আমার ভয় লাগে মনে
তোমার শিশু পড়াএ হেন নাহি ত্রিভুবনে।
শিশু লই য়াও সাধু নৃপতি গোচর
[এথ শুনি শিশু লৈয়া গেল সদাগর]।
হরিষে বসিছে রাজা লই পাত্রগণ
হেনকালে সদাগর আইল বিদ্যমান।
সাধুক দেখিয়া রাজা মান্য করি অতি
গলে ধরি মিলিলেন্ত সাধুর সংহতি।
এই মতে [এখানে চারটি চরণ অলিখিত]
শিশুর মুখ নিরক্ষিয়া চাহিল নৃপতি ...
অন্ধকারে প্রদীপ যেন জ্বলে যেইমতে
পশর করিল সব কুমারের জ্যোতে।
সদাগর সম্বোধিয়া পুছিল নৃপতি
এই শিশু হএ সাধু কাহার সন্ততি।
নৃপতি আদেশে সাধু বলিল বচন

এই শিশু হএ রাজা আমার নন্দন।
এথ শুনি শিশু সঙ্গে মিলে নৃপ বরে
মায়া করি বসাইল জানুর উপরে।
হেনকালে স্মরণ হইল রাজার
আজ্ঞা দিল আনিবারে আপনা কুমার।
আজ্ঞা পাইয়া পাত্র সব গিয়া তুরমান
জালালে ডাকিয়া আনিল বিদ্যমান।
কুমাররে দেখি সবে মান্য করি অতি
আনিয়া বসাইল শিশু রাজার সংহতি।
জাল্যালের মুখ দেখি অমর চিনিল
আপনা সন্ততি হেন নিশ্চয় জানিল।
আপনার পিতা দেখি চিনিল জালালে
ল্যজ ভয়ে কার স্থানে কিছু নাহি বোলে।
হরষিতে ডাইনে বামে বৈসে দুই জন
একরঙ্গ দুই শিশু না যাএ চিনন।
রাজা প্রজা দুইজনে হেরে একচিতে
দুইজন একরঙ্গ লাগিল জ্বলিতে।
বেশকম নাহি কিছু [এখানে আড়াই চরণ অলিখিত]
যেন দুই অরুণ জ্বলিছে একস্থানে।
রাজা প্রজা দেখি সবে ধন্ধ পাইল মনে
'তিল মাস' বেশ কম নাই কোন খানে।
যেন দুই শিশু মিলি 'চাচর' খেলাএ
তেনমতে দুই শিশু চিনন না যাএ।
অনুমানে চিনিলেন্ত রুমের নৃপতি
দোহ শিশু হএ জান সাধুর সন্ততি।
পাত্র মিত্র সকলে দেখিয়া কুতুহলে
দুই শিশু বসিয়াছে নৃপতির কোলে।

ডগমগ করে রূপ উজ্জ্বলিত অতি
দেখিয়া সকল লোকে হরষিত মতি।
অমরেক সম্বোধিয়া কহে নৃপবর
কোন কাজে আসিয়াছ কহ সদাগর।
শুনিয়া নৃপতি কথা হরষিত মনে
কহিতে লাগিলা সাধু বিনয় বচনে।
যদি তোমা আজ্ঞা হএ করি নিবেদন
শিশু আনিছি আমি পড়িতে কারণ।
এ দেশ ভ্রমি আমি চাহিল ভালমতে
পণ্ডিত না পাইল এই শিশুকে পড়াইতে।
সর্বজন মুখে আমি শুনিল বিশেষ
তোমা সম পণ্ডিত নাহিক কোন দেশ।
যদি আমা অনুগ্রহ কর মহামতি
পড়াইয়া দেও রাজা আমার সন্ততি।
শুনিয়া সাধুর বাক্য হরিষ অপার
বোলে পড়াইব আমি তোমার কুমার।
এই স্থানে রহ আজি শুন মহাজন
প্রভাতে বুঝিব আমি শিশুর পড়ন।
নৃপতির বাক্য শুনি অমরে জানিল
শিশু লৈয়া সদাগর তথায় রহিল।
ভোজন করাইল তারে নানা উপহারে
শয়ন করিল গিয়া বিরল মন্দিরে।
তবে সেই নরপতি লৈয়া শিশুবর
শয়ন করিল গিয়া বিরল মন্দির।
এই মতে সর্বলোকে নিদ্রা যাএ ভোরে
বসি হজরত মীরে স্মরি করতারে।
প্রভুর ফরমান লৈয়া যথ দূতগণ

তথাতে আসিয়া সবে হরষিত মন।
কর জুড়ি দূতগণে সমুখে ডাণ্ডাইল
প্রভুর সম্বাদ দিয়া সকল কহিল।
শুন হজরত যে কহিছে করতার
আদি অন্ত যথ কথা পড়াইতে সার।
এই দেশের নরপতি করি জালালেরে
আপনে যাইবা তুমি বগদাদ শহরে।
দূত সঙ্গে যথ কথা কহে হজরতে।
অমর যথেক কথা শুনিল নিভৃতে।
দেখিতে লাগিল সাধু মেলিয়া নয়ান
অন্ধকার নিশি শব্দ হইল রোশন।
ত্রাস পাই সাধু যদি উঠিয়া বসিল
এথ দেখি দূতসব অন্তরীক্ষ হৈল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু আপনার চিতে
করজুড়ি দাণ্ডাইল শিশুর সাক্ষাতে।
কহ মহাশয় তুমি হও কোন্ জন
তোমার চরিত্র দেখি ভয় লাগে মন।
তোমা সঙ্গে আলাপ করিল কন জন
আমা দেখি ভঙ্গ দিয়া গেল কি কারণ।
এথ শুনি হজরতে কহিল বচন
একে একে শুন সাধু সেই বিবরণ।
বহু দান ধর্ম তুমি করিলা অপার
তেকারণে সদয় হৈল প্রভু করতার।
সেই ফলে তোমা ঘরে হইল সন্ততি
ধর্মশীল হএ সেই পুণ্যবন্ত অতি।
আসিবার কালে সেই সাধুর কুমার
প্রভু সঙ্গে পদুত্তর আছিল বিস্তর।

তেকারণে আজ্ঞা কৈল্য প্রভু নিরঞ্জন
তাহার ফরমান লৈয়া আইল দূতগণ।
এসব মনুষ্য নাদ ফিরিস্তার গণ
তোমা দেখি ভঙ্গ দিয়া গেল তেকারণ।
যেই দিন তোমা শিশু নৃপতি হরিল
সেই শোকে সতী নারী বিলাপ করিল।
সতীর বিলাপ ভয় পাইয়া করতারে
তাহানে সান্ত্বাইতে প্রভু পাঠাইল মোরে।
বগদাদ শহরে আমি আছিলাম তখনে
হজরত মীর বলি ডাকে সর্বজনে।
তথা হন্তে আসি আমি হৈলুঁ শিশুবর
তোমা দুই সান্ত্বাইতে শুন সদাগর।
প্রভুর আদেশ পাই শুন কহি সার
পড়াইয়া দিতে আমি জালাল কুমার।
হজরত মীর হেন সাধুএ চিনিল
ক্ষিতি পরশিয়া তান চরণ বন্দিলা।
লোক মুখে শুনিয়াছি তোমার জাহির
আমাকে মুরিদ কর তুমি মোর পীর।
এথ শুনি কহিতে লাগিল হজরতে
শিষ্য নহে সেই কর্ম হইব পশ্চাতে।
অখনে কহিব যে কহিছে প্রভু করতার
এথা রহি পড়াইতে তোমার কুমার।
তোমা শিশু যখনে হইব নরপতি
তখনে পূরিব তোমার মনের আরতি।
এবে তুমি ঘরে যাও প্রভাত সময়
এথা রহি পড়াইতে তোমার তনয়।
হজরত সঙ্গে ছিল বহুল কথন

পুস্তক বাড়এ দেখি না কৈলুঁ গ্রন্থন।
হেনকালে প্রভাতে উঠিল দিবাকর
নিদ্রা তেজি উঠিয়া বসিল নৃপবর।
প্রাতক্রিয়া আচরি বসিল নৃপমন্ত্রী
পাত্র ডাকি কহিলেন্ত আদি অন্ত গতি।
নিশিকালে দেখিয়াছি অপূর্ব স্বপন
একে একে কহি শুন সে সব বচন।
আচম্বিত পুরীমধ্যে আইল একজন
গন্ধর্ব কিন্নর কিবা না গেল চিনন।
দেউটি জ্বালাইয়া সব করএ রোশন
চারি দিক ঘিরিয়া রহিল বহুজন।
ক্ষেণে ক্ষেণে দরুদ পড়এ সর্বজন
ক্ষেণে ক্ষেণে কএ সবে প্রভুর কথন।
স্বর্গমর্ত্য পাতাল ভরি রোশন হইল
আচম্বিতে দেখি আমি চিনিতে নারিল।
আচম্বিত জনৈক [নর] ধরি সেই জনে
বসাইল জালালেরে আনি সিংহাসনে।
রাজকার্য সব সঁপিল তার স্থানে
আমাকে কহিল পুনি স্মরিতে তাহানে।
আজি রজনী দেখিয়াছি অপূর্ব স্বপন
কি হেতু হইব আমা না বুঝি কারণ।
অপূর্ব কুমার আনিলা যেই দিন
কহিয়াছি মানব নহে এই জন।
এবে কেন অনুশোচ কর মহামতি
হেন শিশু যার হএ সেই ভাগ্যবতী।
ভাল হৈল তোমা শিশু হইল নৃপতি
ভিন্ন জন রাজা হৈলে করিত দুর্গতি।

ধার্মিক পুরুষ তুমি রুমের ঈশ্বর
বহু কৃপা তোমা 'পরে আছে করতার।
তেকারণে প্রভু শিশু আনিয়া দিল
জাতিকুল তোমা জান সব রক্ষা হৈল।
এই মতে পাত্র সবে কহিয়া বিশেষ
নানা ছলে বুঝাইল কহি উপদেশ।
যদি এই শিশু না হইত নরপতি
ধন মাল তোমার হইত কোন্ গতি।
রাজা বোলে ধনমন্ত আছে ইষ্ট জন
সময় পড়িলে সবে আমা দিব ধন।
পাত্রে বলে এই আশা কর অকারণ
সময় পড়িলে ধন না দেয় কন জন।
পূর্বকালে রাজা ছিল নল অধিকার
অর্জিয়া বহুল ধন ভরিল ভাণ্ডার।
ইষ্ট মিত্র জন তার বহুল আছিল
নিজ ধন ভাগ করি সভানেরে দিল
বিপদ সময়কালে সেই নৃপবরে
একে একে গেল রাজা সভানের ঘরে।
পুনি পুনি সভাস্থানে মাগিলেক ধন
ক্রুদ্ধ হৈয়া সেই ইষ্টে কহে অনুরাগে
হস্তে গলে বান্ধি দিল করীগণ আগে।
ব্যাধের হস্তে যেন সঁপিল হরিণি
মন দুঃখে বিলাপ করিল নৃপমণি।
শত্রু সবে নৃপতিক করএ লাঞ্ছন
ঘরে আইল সেই ইষ্ট লৈয়া বহুধন।
সেই দুঃখে নলরাজা ছাড়ি নিজ দেশ
হীন রাজার সেবা গিয়া করিল বিশেষ।

অবধি পূরিল যদি পাই সেই ধন
নিজ দেশে আইল রাজা লৈয়া সৈন্যগণ।
ইষ্টমিত্র গণ সব উল্লসিত মনে
হস্তে ধরি বৈসাইল আনি সিংহাসনে।
ধন হৈলে তার কাছে আসে ইষ্টজন
নানা উপহার লৈয়া করএ মিলন।
নিজ ধন বিনে কোন কার্য নহি হএ
পরধন আশা রাজা না কর নিশ্চএ।
হীন মুকুলে কহে ভাবি নিজ মন
হেন ধন ভরসা কর প্রভু নিরঞ্জন।

তত্ত্বোপদেশ

। চন্দ্রাবলী ছন্দ।

সখি মনের আশা/অনেক ভরসা/পূরাইব অই দীননাথে। — ধূয়া।
এ ভব সায়রে তরাইতে কেহ নারে ভরসা সই কালা কানু।

ইষ্টের ধন দেখি		না হইও মন দুখী
কার্য নাই নিজ ধন বিনে
বিমার হৈলে গাও		চলিতে না চলে পাঁও
ধরিয়া ইষ্ট ভিন্ন জন
ধনহীন নরগণ		এই মতে সর্বজন
ধন লৈতে যাএ ইষ্টজন।
দুখী দেখি ধনী জনে		চাহে তাকে আড় মনে
নানা ছলে কহে আন বাণী
কহএ ওখার কথা		মনেতে লাগএ ব্যাথা
শুনিয়া যে দগধে পরাণি।
ধনী আর আবেশ শুনি		দুখী হএ বুদ্ধি হানি
স্থকিত রহএ তার আশ

নাহি পুছে তুমি কেন জ্বলন্ত আনল যেন
কাষ্ঠ পেলি দিল তেন
দিবানিশি জ্বলে যেন আপে নাহি পুছে
তুমি কোন আসিয়াছ কিকারণ
বসিতে না বলে মুখ ভরি
যদিবা কহএ কথা হেট মুখে রাখি মাথা
সমদৃষ্টে নাহি চাহে হেরি।
যদি হএ দুঃখ দশা না করিব পর আশা
ভরসা করিও করতার
ঘটিলে সময়কাল ইষ্ট নাহি বলে ভাল
জ্ঞাতি নাশ হএ আপনার।
ধনিক খাবাইব খানা দুঃখীক করিব মানা
কোন পাকে না দিব খাবাইতে
খাওয়াইয়া ভর্ৎসিব যেই ভোজন করিব সেই
এই দুঃখ নারিব সহিতে।
মুকুলে কহএ বাণী চাহ সবে মনে গুণি
না করিব পরধন আশা
নিজ দেশ তেয়াগিয়া বিদেশেত থাক গিয়া
যথ দিনে হএ ভাল দশা।

। পয়ার।

এথ শুনি নরপতি হরিষ অন্তর
পাত্র মিত্র সঙ্গে আইল সাধুর গোচর।
অন্যে অন্যে সম্ভাষা আছিল দোহ জন
দুইজন দেখিলেন্ত হরষিত মন।
সাধুর কুমার ডাকি কহে নরপতি
আগে 'হৈবা' পড় শুনি সাধুর সন্ততি।

নৃপের আদেশ শুনি সাধুর তনএ
অমৃত জিনিয়া মিষ্ট সুধা বরিষএ।
মধুস্বরে পড়িতে লাগিলা হজরতে
রাজা প্রজা সকলে শুনএ হরষিতে।
শুনি হরষিত হৈল কুমারের পড়ন
সবে বলে মানব না হএ এই জন।
পড়ন শুনিয়া তবে হরষিত মতি
মনে মনে সত্য কৈল্য আজিজ নৃপতি।
কোন্ ছলে এ কুমার পারি রাখিবার
তবে সে পড়িতে পারে আমার কুমার।
যোশী বলিলা পারে পড়াইতে কুমার
শিশু লৈয়া যাইব সাধু ঘরে আপনার।
ধন্ধেত পড়িয়া রাজা মনে পাইল ভয়
পড়াইতে না পারিব সাধুর তনয়।
কি কহিব সাধু না কহিলে বাণী
মনে মনে ভাবিতে লাগিল নৃপমণি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা মনে কল্য সার
অমর সাধুক ডাকি লাগে কহিবার।
তোমা শিশু আমা স্থানে দেও মহামতি
পড়াইয়া দিমু আমি তোমার সন্ততি।
রাজাএ বোলে আদ্য কথা শুন মহাশয়
তোমা সুতে পড়াইতে আমার তনয়।
যত চাহ দিব আমি কাঞ্চন রতন
কহ সাধু পড়াইতে আমার নন্দন।
সাধু বলে শুন রাজা ধনের নাই কাজ
তোমা শিশু পড়াইব তাতে কন লাজ।
সাধু সঙ্গে নৃপ সত্য করিল যখন

নৃপতির হাতে দিল সাধুর নন্দন।
মেলানি মাগিল সাধু নৃপতির তরে
সৈন্য সনে সদাগর আইলা নিজ ঘরে।
তবে সেই নরপতি জালাল কুমার
হজরত স্থানে আনি দিল পড়িবার।
যত্ন করি পড়াইবা আমার সন্ততি
নিশিদিশি রাখ শিশু তোমার সংহতি।
নৃপের আদেশ পাইয়া হরিষ অপার
শুভক্ষণে কুমারক লাগে পড়াইবার।
আর দিন নৃপ আগে গেল হজরত
শাস্ত্র লৈয়া বসিলেন্ত রাজার সাক্ষাত।
একে একে পড়াইয়া চাহিল নৃপবরে
সর্বশাস্ত্র বিশারদ পড়এ কুমারে।
পড়ন শুনিয়া রাজা কহিল বিশেষ
তোমাকে পড়াএ হেন নাহি কোন দেশ।
করজুড়ি বোলে রাজা শুন মহামতি
তোমাকে পড়াই আমার কি আছে শকতি।
তোমা নিজ দাস আমি শুনহ কুমার
রাজ কাজ যথ আছে সকল তোমার।
আজ্ঞা কর পরিচর্যা করি সর্বজনে
আমার নিকটে রহ হরষিত মনে।
কায়ামনে সর্বজনে করিব সেবন
পড়াইয়া দেও তুমি আমার নন্দন।
প্রভুর কৃপার দৃষ্টি হএ যার 'পরে
যথা যাএ তথা সবে আদরে তাহারে।
নৃপের আদেশ পাই হরষিত মতি
বোলে আমি পড়াইব তোমার সন্ততি।

সংসার বান্ধিয়াছ দিয়া মায়াজাল
কার শিশু কেবা পড়াএ আল্লার খেয়াল।
প্রভুর আদেশ আগে আসিয়াছে সার
প্রেমভাবে হজরতে পড়াইতে কুমার।
এক তিল ভিন্নভাব নাহি দুইজন
এক মনে পড়ায়ন্ত জালাল নন্দন।
গোপ্তব্যক্ত যথ ছিল করতার
একে একে সব শাস্ত্র পড়িল কুমার।
এই মতে কথ দিন পড়াএ জালালে
আর দিন স্বপন দেখিল নিশাকালে।
আচম্বিতে একজন আসিয়া সত্বর
কহিতে লাগিলা সব পূর্বের খবর।
শুনহ জালাল যে কহিছে নিরঞ্জন
মুরিদ হইবা দীল করহ রোশন।
এথ শুনি পদুত্তর দিলেন্ত কুমারে
মুরিদ হইব আমি গিয়া কার ঘরে।
তোমারে পড়াএ এ হজরত পীর [মীর?]
ভজহ গুরুরপদ এই তোমা পীর।
চারি খলিফা দিছে প্রভু নিরঞ্জন
নিজ অঙ্গে প্রভু করিছে সৃজন।
কায়ামনে ভজ তুমি তাহান চরণ
তবে সে সম্পদ তোমা দিব নিরঞ্জন।
আপনে পণ্ডিত তুমি কি কহিব আর
মুর্শিদ ভজিলে তুষ্ট হএ করতার।
মুর্শিদ যে নাম দিব কি কহিব আমি
প্রভুএ জানএ ভেদ ভজ গিয়া তুমি।

মিসররাজকন্যা মধুমালার বিবাহ

নিরঞ্জন কহিয়াছে আর উপদেশ
মিসিরের নরপতি আইসে এই দেশ।
রমিম নৃপতি সেই মহাবল ধরে
মধুমালা নামে কন্যা হৈল তার ঘরে।
বিজয় পণ্ডিত সেই জ্ঞানবন্ত অতি
রূপে গুণে করতার সৃজিল সেই সতী।
তার রূপ গুণের নাম শুনিয়া বিশেষ
রাজার কুমার সব আইল সেই দেশ।
এথ দেখি নরপতি ডাকি পাত্রগণ
যুকতি বিমর্শিল রাজা বসি সিংহাসন।
কহ পাত্র কি বুদ্ধি করিব এবে সার
নানাদেশ হতে আইল রাজার কুমার।
আইল বহুল সৈন্য রহে দেশ ভরি
কার স্থানে পরিণয় দিব এ কুমারী।
পাত্রে বলে শুন রাজা উপদেশ বাণী
হেন কর্ম কর রক্ষা পাএ জাতি প্রাণি।
একেরে বোলাইলে আনে করিবেক বল
এই যুক্তি হতে রাজা না হৈব ভাল।
যুদ্ধ করি আমি সবে জিনিতে নারিব
কাঞ্চন রতন সব বলে কাড়ি নিব।
তার মধ্যে প্রধান পাত্র আছিল এক
নৃপতিক সম্বোধিয়া বুলিল বচন।
ঘটক পাঠাই দেউক রাজার কুমার
হেন কালে আইল সব রাজার গোচর।
নিজ সুতা ডাকি রাজা কহিল তখনে
কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচনে।

আসিল বহুল জন রাজার তনয়
যাকে ইচ্ছা কর তুমি না করিও ভয়।
বাপের আদেশ শুনি রাজার নন্দিনী
মধুস্বরে কহিতে লাগিল প্রেমবাণী।
শুন পিতা কহি আমি মনের কথন
যে দেখিলুঁ আজি নিশি অপূর্ব স্বপন।
দূরে থাকি একজনে ডাকিয়া কহিল
রুম দেশে তোমা পতি জনম হইল।
কন্যাএ বোলে শুন পিতা হিত উপদেশ
তোমা সম পণ্ডিত নাহিক কোন দেশ।
সর্বশাস্ত্র পড়িয়াছ আপনে পণ্ডিত
পদুত্তর করুক আসি তোমার সহিত।
তোমা সঙ্গে পদুত্তর যে করিতে পারে
স্বইচ্ছায় পতি আমি করিব তাহারে।
এথেক শুনিয়া রাজা হরিষত মন
ঘটক ডাকিয়া রাজা কহিল বচন।
রাজার কুমার সব আনহ তুরিত
সোয়াল করোক আসি আমার সহিত।
সোয়ালের পদুত্তর যে পারে করিবার
পরিণয় দিব কন্যা তাহার গোচর।
ঘটকে কহিল গিয়া এসব বচন
ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল সর্বজন।
কন্যার বচন সত্য জানিলা বিশেষ
তেকারণে পতি আইসে এই দেশ।
তোমা সঙ্গে পদুত্তর হইব বিস্তর
হজরত মীর তোমা করিব উদ্ধার।
ভয় না করিও মনে সাধুর নন্দন

সহায় আছএ তোমা প্রভু নিরঞ্জন।
এ বলিয়া অন্তর্ধান হৈল সর্বজন
নিদ্রা ছাড়ি উঠিলেক সাধুর নন্দন।
আখি মেলি কুমারে না দেখে সেই জন
স্মরিয়া স্বপন কথা করএ কান্দন।
হাহাকার করি সাধু লাগিলা কান্দিতে
এথ দেখি ত্রাস পাইয়া পুছে হজরতে।
কি শোকে কান্দহ তুমি কহ মোর তরে
স্বপন বৃত্তান্ত সব কহিলা কুমারে।
হজরত পাএ ধরি কহএ জালালে
মুরিদ করিয়া মোরে রাখ পদতলে।
হইলুঁ তোমার দাস শুন মহামতি
তুমি বিনে তরাইতে নাই মোর গতি।
এথ শুনি পুছিতে লাগিল হজরতে
কিরূপে চিনিলা আমা কহ তুমি সত্যে।
স্বপনে কহিল আমা আসি দূতবর
তোমারে পড়াএ এই হজরত মীর।
কুমারের বচন সত্য জানিলেক সার
তখনে মুরিদ কৈল্য শাহার কুমার।
একে একে বাতাইল গোপত বচন
আন্ধার আছিল দীল হইল রোশন।
তিমিরের মধ্যে যেন জ্বালাইল বাতি
বাহিরে ভিতরে দেখে সাধুর সন্ততি।
অরুণ উলএ যেন প্রভাত সমএ
শয্যাতে সর্বজনে সংসার দেখএ।
তেনমতে দোহ কুল হইল পশর
মনসুখে দেখে সাধু আপনার ঘর।

শাহাজালাল করি থুইল তার নাম
একে একে বাতাইল যথেক মোকাম।
গোপত বেকত যথ কহিলেক তার
হজরতে আদি অন্ত কহি দিল সার।
পাইয়া অজয় ধন হরষিত হৈল
কায়ামনে হজরতের চরণ বন্দিল।
প্রভুএ সৃজিল যথ দেহের মাঝারে
জালালক বাতাইল হজরত মীরে।
হেনকালে হইলেক প্রভাত সময়
পাত্র মিত্র আইল সব রাজার আলয়।
কৌতুকে বসিল রাজা লই পাত্রগণ
হেনকালে আচম্বিত আইল একজন।
সালাম করিয়া দূতে দাণ্ডাইল সাক্ষাতে
পুছিলেন্ত নরপতি তুমি আইলা কথা হন্তে।
দূতে বোলে শুন রাজা আমার নিবেদন
একে একে কহি আমি সে সব বচন।
মিসিরের রাজা জান রমিম নৃপতি
সর্ব শাস্ত্র পড়িয়াছে গুণবন্ত অতি।
তাহান সমান পণ্ডিত নাহিক সংসারে
হইছে হইব সব পারে কহিবারে।
ধনমাল আছে যথ তাহাতে বহুল
সৈন্য সেনা যথ আছে তার নাই কুল [তুল?]।
দান ধর্ম নরপতি করিল অপার
সেই ফলে তারে বর দিল করতার।
মধুমালা নামে কন্যা দিল তার ঘরে
তান সম রূপবতী নাহিক সংসারে।
তান নাম গুণ যথ শুনিয়া বিশেষ

রাজার কুমার সব আইল এই দেশ।
সৈন্য সমে আসি সব রহিল দেশ ভরি
সবে চাহে পরিণয় করিতে কুমারী।
রমিম নৃপতি হএ বুদ্ধির সাগর
নিজ সুতা ডাকি তবে পুছিল সত্বর।
আসিলা বহুল সৈন্য রাজার কুমার
যারে তোমার মনে লএ বরহ সত্বর।
বাপের বচনে কন্যা বলিল বচন
শুন পিতা দেখিলাম নিশীথ স্বপন।
স্বপ্নে আসি একজনে ডাকিয়া কহিল
রুম দেশে তোর পতি জনম হইল।
রাজা বোলে তুমি যদি না বর কুমারী
করিবেন্ত বহু রণ লুটিবেক পুরী।
কন্যা বোলে শুন পিতা রাজার নন্দন
সকল বোলাই আন আমা বিদ্যমান।
সব শাস্ত্রে পণ্ডিত আছ তুমি মহামতি
সোয়াল করোক আসি তোমার সংহতি।
সোয়ালের পদুত্তর যে করিতে পারি
স্বইচ্ছাএ পতি আমি করিব তাহারে।
এথ শুনি নরপতি হরিষ অপার
আজ্ঞা দিল বোলাইতে রাজার কুমার।
রাজার কুমার সব শুনিয়া বচন
সেই নিশি পলাইয়া গেল সর্বজন।
কন্যার বচন শুনি সেই নরপতি
[দঢ়াইল যোগ্য পাত্রে দিতে সতী]।
সোয়ালের উত্তর দিতে যে পারে নিশ্চয়
নিজ সুতা তার স্থানে দিব পরিণয়।

এথেক কহিতে আইল রমিম নৃপতি
আসিল বহুল সৈন্য তাহার সংহতি।
বলিলেন্ত সর্ব শাস্ত্র রাখিও অন্তরে
একসর আইস রাজা আমার গোচরে।
এথ শুনি দ্বারীগণ গিয়া তুরমান
রমিম রাজার স্থানে কহিল গুণবান।
উঠিয়া আজিজ রাজা ধরি করে কর
গলে গলে মিলি দুহ হরিষ অন্তর।
দুই রাজা বসিয়াছে হরষিত মনে
হেনকালে জালাল আসিল বিদ্যমানে।
জালালের রূপ দেখি রমিম নৃপতি
মনেতে পাইল ভয় ধন্ধ হৈল অতি।
হেনকালে জালালে আসিয়া ততক্ষণ
ভক্তিভাবে প্রণমিল রাজার চরণ।
রমিমে জানিল সত্য রাজার নন্দন
উঠিয়া তাহার সঙ্গে করিল আলিঙ্গন।
কোলে করি বসিলেন্ত রাজার সন্ততি
কুমারের রূপ দেখি হরষিত মতি।
মনে মনে সত্য করে রাজা মহাশয়
তান স্থানে নিজ সুতা দিমু পরিণয়।
আজিজ নৃপতি তবে হরিষ হইল
উত্তম স্থানেতে বাসা দিতে আজ্ঞা দিল।
সৈন্যসমে আজিজ গিয়া রহ মহাশয়
বুঝিব তোমার কথা প্রভাত সময়।
হেনকালে দিন গেল হইল রজনী
যার যেই বাসা ঘরে গেল নৃপমণি।
হীন মুকুলে ভাবি কহে গুরু পাএ
যার যেই মনের বাঞ্ছা প্রভুএ পূরাএ।

তত্ত্বোপদেশ

। পয়ার ।

গুরুবিনে সংসারেত জীবন অসার
দীলেত ভাবিয়া দেখ এ দেহের অন্তর।
গুরুসে পরম ধন আখেরের গতি
আন্ধার ঘরেতে গুরু জ্বালাইছে বাতি।
আঞ্জি আলিফের মধ্যে আছে নিরঞ্জন
বিনি গুরু গুপ্ত কিছু না যাএ বুঝন।
পশ্চিম উত্তর পূর্ব দক্ষিণের গতি
গুরু সে কহিতে পারে মনের আরতি।
এ ধন সম্পদে জান না পূরএ সাধ
গুরু সে ভাঙ্গিতে পারে মনের বিবাদ।
এরূপ যৌবন জান জোয়ারের পানি
সকল তেজিয়া শুন গুরু মুখের বাণী।
বাপ ভাই পুত্র দারা যেবা ইষ্ট হএ
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার কেহ নএ।
এ সুখ সম্পদ জান মিছা পরবাস
সকল তেজিয়া কর গুরুপদ আশ।
হীন মুকুলে কহে জীবন অসার
আখেরের সম্পদ মুর্শিদ কাণ্ডার।

আজিজ-জালাল সম্বাদ

। খর্বছন্দ ।

তবে আজিজ রাজা ডাকিয়া জালাল
কহ পুত্র এবে আমার কি হইব হাল।
রমিম নৃপতি হএ বলবন্ত অতি
তার সঙ্গে যুঝিবারে কাহার শকতি।

সোয়াল পুছিলে মোরে কি দিম উত্তর
এবে কি উপায় হৈব কহ পুত্রবর।
এথ শুনি কুমারে কহিল নিবেদন
আমা স্থানে সত্য যে কহিব বিবরণ।
শুনিয়া আজিজ রাজা হরষিত মনে
ডাকিয়া হজরত মীরে আনে বিদ্যমানে
হজরতের পাএ ধরি কহে মহামতি
কহ মহাশয় আমা কি হইব গতি।
মিসিরের রাজা হএ রুমের নৃপতি
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ গুণবন্ত অতি।
তার সঙ্গে পদুত্তর করিতে নারিবা
কাঞ্চন রতন সব বলে কাড়ি নিবা।
এথ শুনি কহিলেক হরষিত বাণী
অনুশোচ না করিও রাজা মহামণি।
সিংহাসনে বৈস তুমি মন কৌতূহলে
তার সঙ্গে পদুত্তর করিব জালালে।
তার সঙ্গে রহি আমি করিমু উত্তর
শুনহ নৃপতি তুমি না হও ফাঁপর।
এথ শুনি নরপতি হরষিত মন
হজরত স্থানে কহে মধুর বচন।
যদ্যপি রমিম রাজা পারে জিনিবারে
রাজ্য ছাড়িয়া আমি দিবাম তাহারে।
এ সত্য করিল যদি সভার সাক্ষাত
হেন কালে দিন গঞি হইল নিশীথ।
জালাল সঙ্গতি করি হজরত মীরে
[চলিল প্রভাতকালে রমিম গোচরে]।
প্রভাত সমএ আইল রমিম সাক্ষাতে

উঠিয়া রমিম রাজা মান্য করি তাতে।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
আজ্ঞা কর কহি আমি শাস্ত্রের বিচার।
কুমারে বোলন্ত শুন পণ্ডিত সুজন
য়ে ইচ্ছা পুছহ তুমি শাস্ত্রের বচন।
শুনিয়া হরিষ হৈল কুমারের মন
মধুস্বরে নরপতি বলিল বচন।
প্রথমে পুছিল জান রাজার নন্দন
কথেক পেয়ালা প্রভু আদ্যের সৃজন।
শুনিয়া রমিম রাজা হরিষ অপার
দ্বাদশ পেয়ালা কথা কহ শুনি সার।
এথ শুনি জালালে কহিল বিবরণ
একে একে শুন রাজা সেসব বচন।
[শাস্ত্রেত আছে যেমন তেন বিবরণ]
প্রথমে পেয়ালা প্রভু সৃজিল আসমান।
দ্বিতীয় পেয়ালা প্রভু 'হায়াত' সৃজিল ...
চতুর্থ পেয়ালার নাম 'মউত রাখিল।
পঞ্চম পেয়ালা 'খোরকশ' শুন মহাশয়
ষষ্ঠম পেয়ালা 'কায়া' কহিল নিশ্চয়।
সপ্তম পেয়ালা শুন মহা নৃপবর
অষ্টম পেয়ালা কলিজা কল্য করতার।
নবম পেয়ালা প্রভু রোশন পয়দা কৈল
দশম পেয়ালা জান শরিয়ত হৈল।
একাদশে অষ্টদশ হাজার আলম
দ্বাদশ হকিকত প্রভুর মোকাম।
যে সকলে নহি জানে এহার উত্তর,
মুরিদি ঘর শুনহি কিতাবে খবর।

রমিমে বোলন্ত কোন্ দলিলে খবর
কুমারে বোলএ কৈছে রসুল আল্লার।
রাজাএ বোলে শুন কহি পূর্বের কথন
কাহাতে তালিব আগে হৈল চারিজন।
মেহেতর আজ্রাইল ডাকি প্রভুর ফর্মান।
এ চারি পেয়ালা লৈয়া আজ্রাইল আইল।
সে দিন তালিব হইল চারিজনে
পেয়ালা দুরন্ত জান হইল সেদিনে।
শুনিয়া এসব কথা রমিম নৃপতি
পুছিল কুমার স্থানে মধুর ভারতী।
এবে কহি শুন তবে চারিচন্দ্রের বিচার
কোন্ চন্দ্রকারে বোলে কহ শুনি সার।
এথ শুনি কহিলেন্ত হরষিত মন
অর্ধচন্দ্র জল রাজ শুন দিয়া মন।
নিজচন্দ্র ক্ষুধাতৃষ্ণা শুন নৃপবর
উম্মতচন্দ্র রক্ত কহিলাম খবর।
গরলচন্দ্র নিদ্রা হএ শুন মহামতি
গুরু মুখে শুনিয়াছি এসব ভারতী।
তার পাছে পুছি শুন রাজার নন্দন
কোন্ চন্দ্র কার হতে হইল সৃজন।
অর্ধচন্দ্র বাবি রাজা আইসে আর যাএ
উন্মত চন্দ্র হএ রাজা সংসার দেখএ।
গরল চন্দ্র হএ রাজা আতসের জান
এথ শুনিয়া রাজা উল্লসিত মন।
[জানিতে বাসনা হৈল কিছু-তত্ত্ব-জ্ঞান]
পুছিল কুমার স্থানে মধুর বচন।
এবে কহ শুনি আর রাজার কুমার

কোন্ চন্দ্র কার জন্ম কহ শুনি সার।
আর চন্দ্র পয়দা হৈল গাছে তরুলতা
বাউচন্দ্র পশু পাখী পুছ যথা তথা।
আতসের চন্দ্র হএ বিশেষ প্রকার
খাক চন্দ্র আদম গঠিল করতার।
এ সকল কথা যদি রমিমে শুনিল
আলিঙ্গন করি শিশু কোলে তুলি লৈল।
কহ শুনি এবে আর রাজার কুমার
কথ খেইন [ক্ষণ] সৃজিয়াছে প্রভু করতার।
পবন আনল মহীন্দ্র বরুণ
এই চারি খেইনে প্রভু করিল সৃজন।
এই খেইনে [খেন] যে সকলে না জানে নিশ্চএ
বেখবর সেই বান্দা সব শাস্ত্রে কহে।
এই 'খেন' সংসারে বুঝএ যেই নরে
ইব্লিসের দাগা নাই তাহার উপরে।
এই 'খেইন' বুঝিয়া চলএ যে সকলে
যেই 'খেইনে' যাত্রা করে পাএ সেই ফল।
এই খেনে রসুল চলিত প্রতিদিন
ইব্লিসে ভুলাইতে না পারে কোনদিন।
শুনিয়া রমিম রাজা উল্লসিত মতি
পুছিল কুমার স্থানে মধুর ভারতী।
কে তোরে পড়াইল বল রাজার নন্দন
কথায় পাইলা গুরু পণ্ডিত সুজন।
কুমারের কান্ধে থাকি হাসে হজরতে
যোগাএ সকল কথা রহিয়া বিদিতে।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার নন্দন
মা-বাপের বর্ণ শিশু হএ কি কারণ।

নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহএ কুমারে
এই চারি 'খেইন' জান চারি রঙ্গ ধরে।
যেই খেনে জন্ম হএ সেই রঙ্গ হএ
গুরু মুখে শুনিয়াছি এসব নির্ণএ।
ফিরি পুছে নরপতি কুমারের তরে
মা-বাপের বর্ণ শিশু হএ সেই ফলে।
কুমারের বাক্য শুনি হরিষ অন্তর
অমৃত জানিবা বাণী পুছে নৃপবর।
এক বাপ এক মাও একই উদরে
পুত্র-কন্যা জন্ম তাতে হএ কি প্রকারে।
কুমার বোলন্ত রাজা শুন বিবরণ
একে একে কহি এবে সেসব বচন।
রবি শশী দুই খেন বৈসে অনুক্ষণ
সর্বঘটে দিয়াছে প্রভু নিরঞ্জন।
দুই খেনে তবে জন্ম হএ দুইজনে
গুরুমুখে শুনিয়াছি এসব বচনে।
এথেক শুনিয়া রাজা পুছিল নিশ্চয়
কোন্ খেইনে কোন্ জন্ম কহ মহাশয়।
রবির খেইনে পুত্র জন্ম হএ যথাতথা
শশীর খেইনে কন্যা জন্ম পুছ যথাতথা।
রবিশশী দুই খেনে কারে বোলে সার
স্বরূপ করিয়া কহ রাজার কুমার।
কুমারে বোলন্ত কহি শুন মতিমান
ডাইনের সবে রবি বামে শশী জান।
কুমারের বাক্য শুনি নিয়ম জানিল
হরষিত হই রাজা কহিতে লাগিল।
একগর্ভে জমজ শিশু হএ কি কারণ।

তাহার নিয়ম কহ রাজার নন্দন।
কুমার বোলন্ত শুন রাজা মহাশএ
রবিশশী দুই যদি একত্রে চলএ।
রম্নিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
সাফল্য জনম তোমার কৈল্য করতার।
কুমারের বাক্য শুনি হরিষ অপার
অমৃত জিনিয়া বাণী পুছে আর বার।
সপ্ত পর্বত আর এ সপ্ত সাগর
কোন্ কোন্ স্থানে বৈসে কহ নৃপবর।
কুমারে বোলন্ত শুন পণ্ডিত সুজন
একে একে কহি শুন সেসব বচন।
এ সপ্ত পর্বতের জান আছে সপ্ত নাম
গুরু মুখে শুনিয়াছি সে সব উপাম।
আন গিরি হাড় জান লাগিছে সর্বগাএ
উদয়গিরি মগজ কহিছে করতাএ।
হেমগিরি রগ জান শুন নৃপবর
মহাগিরি গোপ্ত হএ কহিলাম খবর।
মেরুগিরি নখ হএ শরীর মাঝার
গাহাগিরি হেমজান কহিলাম সার।
কোঠগিরি গোপ্ত হএ শুন মহামণি
গুরু মুখে শুনিয়াছি এসকল বাণী।
অখনে শুনহ রাজা সমুদ্র বিচার
যে যে স্থানে রাখিয়াছে প্রভু করতার।
প্রথম সাগর জান ক্ষীরোদ সাগর
নাভিস্থানে হএ সেই শুন নৃপবর।
জিহবামূলে বহে জান ইক্ষাকের পানি
গুরু মুখে শুনিয়াছি সে সব কাহিনী।

তিন তিহরিতে জান লবণ সাগর
রত্নাকর রাখিয়াছে কলিজার মাঝার।
বলধর পেট জান শুন মহাশয়
জলধর লাহুত জান কহিলাম নিশ্চয়।
সপ্তম পর্বত আর সমুদ্র কথন
গুরু মুখে শুনিয়াছি এসব বচন।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
আর কিছু কহি শুন আদ্যের বিচার।
জমিনক স্বরূপ করিল আসমান
আসমান ছাপাইল প্রভু কেমন সন্ধান।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
গুরু মুখে শুনিয়াছি এসব ভারতী।
হজরত মীরে কহিছে এহার সন্ধান
আমলির পাতেত প্রভু ছাপাইছে আসমান।
নয়ান মেলিলে হএ দেহে আন্ধিয়ার
এইরূপে ঢাকিয়া আছিল করতার।
কুমারের বাক্য শুনি হরিষ অপার
অমৃত বাক্য রাজা পুছে বারবার।
ভূমি 'পরে বৃক্ষ 'পরে ধরে নানা ফল
মেওয়া মধ্যে কিরূপে আইসে মিষ্ট জল।
করু আর খাটা জান হৈল কি প্রকার
তাহার নিয়ম কহ রাজার কুমার।
মেওয়া মধ্যে খোশবু আসে কন্ মতে
তাহার নিয়ম তুমি কহ আমা সত্য।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
গুরু মুখে শুনিয়াছি সে সব ভারতী।
আতসের হতে হৈল করুয়া সৃজন

আব হতে মিষ্ট পয়দা করিল নিরঞ্জন।
খাক হতে সৃজন হইল খোশবু
[বাত হতে সৃজিল জান খাটা প্রভু]।
কুমারের বাক্য শুনি হরিষ অপার
মধুস্বরে নৃপতি পুছিল আর বার।
মেওয়া মধ্যে মিষ্ট জল আইসে কি প্রকার
মেওয়ার খোরাক কিবা কহ শুনি সার।
কুমারে বোলন্ত শুন সেসব বচন
কেমতে হইল তার খোরাক সৃজন।
গর্ভেতে জন্মিলে জান্ দুগ্ধ হএ রস
এই মতে মেওয়া মধ্যে আইসে বৃক্ষ কষ।
এথ শুনি নরপতি হরিষ অপার
পুনরপি কুমারেত পুছে আরবার।
চারিজন একঘর কারে বলে সার
তাহার নিয়ম কহ রাজার কুমার।
কুমারে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
গুরু মুখে শুনিয়াছি সে সব ভারতী।
আব আতস খাক বাত—এই চারিজন
চারিজনের একঘর শুন বিবরণ।
রমিমে বোলন্ত আর কহ মহাশএ
চারিজন মধ্যে বোল কেবা বড় হএ।
জালালে বোলন্ত আছে গুরুর আদেশ
কেবা টানি আনে নেয় সেই জন বেশ।
তবে পুছে কহ আর রাজার সন্ততি
কেবা কোন্ কর্ম করে কথাতে বসতি।
আবে দেখে থাকে শুনে বাত কহে কথা
আতস জিজ্ঞাসা করে পুছ যথাতথা।

তিনতিহরি হতে খাএ আর নাভি হতে খাএ
কণ্ঠ হতে দেখে আর শুনে সর্বগাএ।
কুমারের বাক্য শুনি হরিষ অপার
মধুস্বরে নরপতি পুছে আরবার।
এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিলে প্রভু করতার
এ চারিজন গিয়া রহিব কথাএ।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
যাইবেন্ত যথা হন্তে হইছে উৎপতি।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
আর কিছু কহ শুনি আদ্যের বিচার।
অনন্ত বরণ অঙ্গ সৃজিছে আল্লাএ
প্রলয়ের কালে সব রহিব কথাএ।
এথেক শুনিয়া কহে রাজার কুমার
গুরু মুখে শুনিয়াছি সে সব প্রচার।
এক গাছ ত্রিভুবন হইছে সৃজন
সেই গাছের ফুল নানান বরণ।
হরিষ হইয়া রাজা পুছে প্রেমবাণী
সেই গাছ কথাএ আছে কহ নৃপমণি।
প্রদীপ নিবিলে অগ্নি যথা গিয়া রহে
সে গাছের নানারঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কহে।
শুনিয়া হরিষ হৈল রমিমের মন
কুমারকে ধরিয়া করিল আলিঙ্গন।
হীন মুকুলে কহে ভাবি নিজ মন
পিরীতি হরিয়া নেয় অমূল্য রতন।।

সাধনতত্ত্ব

। **একতালি ছন্দ** ।

সখি প্রেম কররে/বান্ধিছে মোরে/দমে টানে দিবানিশি/- ধূয়া
সখি যেবা সুজন হএ মুখে নাহি কহে

হৃদেত প্রেমের বান্ধ তিলেক নাহিক ছাড়ে
কেয়ামত দিনে দিনে বাড়ে
যেহেন দ্বিতীয়া চন্দ্র সহজে বাড়এ নিত
ভাবেত মোহিত
সদায় টানএ গুণে ছোট বক্রিত বাউ
বরণ ভুলিতে সঙ্কট চিন
রহি রহি ...দেন/তেনমত ভাবলিত
দরশত করি.../ডাইনে বামে
না পাইব যাইতে/গুরুর চরণে মন
দিবা নিশি.../রাখ নিজ মনোরথ পাইতে
একচিত্ত এক কায় একরূপে ধ্যানে ধেয়ায়
গহিনে রাখিবা নিজ মন
ফকির জিকির করি ভক্তিভাব মনে ধরি
নিশি বসি টান ঘন ঘন।
মাণিক্যের জালে ঘুরি সমুদ্র কানন গিরি
প্রেম ডুড়ি বান্ধিবা সন্ধানে
হীন মুকুলের বাণী সহজেত আন টানি
তবে পাইবা অমূল্য রতন।

পুনঃ রমিম-জালাল সম্বাদ

। পয়ার।

রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
আর কিছু কহ শুনি শাস্ত্রের বিচার।
আব আতস খাক বাত-এই চারিজন
তাহার খোরাক কিবা কহ বিবরণ।
তাহার চিরকিন [?] বোল যাএ কন্ পন্থে
এহার নিয়ম কহ তুমি সত্যে সত্যে।

কুমার বোলন্ত শুন সেসব বচন
একজনে ভোজন কৈল্যে বাঁচে তিনজন।
তাহার চিরকিন........ নিকলএ
গুরু মুখে শুনিয়াছি সেসব নির্ণএ।
লাহুত নাসুত মলকুত জবরুত সার
এই চারি ঘরে পয়দা কল্য করতার।
চিরকিন নিকলি যাএ........পন্থ
তাহার নিয়ম রাজা কহিলাম সত্য।
রমিমে বোলন্ত শুন পণ্ডিত সুজন
আর কিছু কহ শুনি পরম কথন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ-এই চারিজন
কথা হতে হইয়াছে এহার উৎপন।
জালালে বোলন্ত রাজা মহামতি
আব আতস খাক বাত হতে উৎপতি।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
কার হতে কার পয়দা কহ শুনি সার।
জালালে বোলন্ত শুন পণ্ডিত সুজন
গুরুমুখে শুনিয়াছি এহার বচন।
আব হতে কাম পয়দা ক্রোধ হএ পবন
আতস হতে লোভ পয়দা করিল নিরঞ্জন।
খাক হন্তে মায়া পয়দা শুন যথাতথা
গুরুমুখে শুনিয়াছি এসব বারতা।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার সন্ততি
আর কিছু কহ শুনি জন্মের উৎপতি।
আব আতস খাক বাত চারি চিজ সার
[কি দিয়া কিভাবে তাহা জন্মিল আর]।
কোন ক্ষেণে জন্ম হৈল কি হএ প্রকৃতি

তাহার নিয়ম কহ রাজার সন্ততি।
কুমারে বোলন্ত শুন সেসব বচন
একে একে কহিব আমি সেই বিবরণ।
আবের খেনে জন্ম হএ বচন মধুর
পিরীতে কহএ কথা সভার ভিতর।
আতসের ক্ষেণে জন্ম হএ যেই জন
ক্রোধ মুখে কহে কথা বচন কঠিন।
খাকের ক্ষেণে পয়দা যদি হএ কোনজন
তাহার প্রকৃতি [ঠাণ্ডা] কহিছে নিরঞ্জন।
অধিক সবর হএ জান সেসকল গণ
ধর্মকর্ম বিনে আর কিছু নাই মন।
প্রভুর সেবাতে মগ্ন রহিব অনুদিন
সবার তরে কহিবেন্ত মধুর বচন।
বাতের ক্ষেণে পয়দা হৈলে গোমরা অতি হএ
আল্লা মহম্মদ সত্য কিছু না জানএ।
নাহি মানে গুরুজন শাস্ত্রের বচন
অপকর্ম বিনে আর কিছু নাহি মন।
অহঙ্কার করে সদায় কপট বচন
পরহিংসা পরচর্চা করে অনুক্ষণ।
আপনাকে আনজন হতে জানে বেশ
ডাকাচুরি কুযুক্তি কুচক্রী জানএ বিশেষ।
এমত প্রকৃতি তার জান মহামতি
গুরুমুখে শুনিয়াছি এসব ভারতী।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
বড় বড় ডাকাত কেবা সংসার মাঝার।
কুমারে বোলন্ত রাজা শুন বিবরণ
দোস্তদার আশনাই বড় যেই জন।

তাহার সমান ডাকাত নাহিক সংসারে
বারে বারে কহিয়াছে নবী পয়গাম্বরে।
একদিন হরষিতে বসিছে রসুল
আপ ঘরে সকলে মিলি ছিল বহুল।
কার সনে আশনাই করিলে পৃথিবীতে
কি ফল পাইব নবী কহ আমা সত্যে।
রসুলে বোলন্ত শুন সেসব বচন
দুষ্টের সহিতে কভু না করিও মিলন।
পিরীতি করিও সবে চিনিয়া সুজন
মরি গেলে আশনাই না ছাড়িব কদাচন।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
দুষ্টের আসান নেই কহিব সম্প্রতি।
রুম শহরে ছিল এক দুষ্টজন
লঙ্ঘিতে নারিব কেহ তাহার বচন।
সভার মধ্যেত যদি যাই সেই জনে
ভুলাইতে সর্বজন পিরীতি বচনে।
সেইত শহরে ছিল এক সদাগর
ধনরত্ন করতার দিয়াছিল বিস্তর।
ধর্মকর্ম বিনে আর নাই ছিল মতি
প্রভু সেবাএ মগ্ন পুণ্যবন্ত অতি।
সেই সাধুর ঘরে দুষ্ট যাএ প্রতিনিত
নানা ছলে কহে কথা বচন পিরীত।
ভুলাইল সাধুর মন সেই দুষ্ট জনে
অনুক্ষণ কর্ম করে থাকে এক স্থানে।
আর দিন দুষ্ট জনে সেই সাধু স্থানে
কহিতে লাগিল কথা মধুর বচনে।
নানাস্থানে ভ্রমি আমি চাহিলুঁ বিশেষ

তোমাসম সদাগর নাহি কোন দেশ।
যথ ধর্মকর্ম তুমি করিছ অপার
তোমা নাম যশ হৈব ভরিয়া সংসার।
যথাতথা যাই শুনি কহে সর্বজন
তোমারে দেখিলে হএ পাপ বিমোচন।
তোমারে দেখিতে চিত্তে বড় হাভিলাষ
বহু প্রেম করি আমি আইলু তোমা পাশ।
আমিসম পাতকী নাহিক ত্রিভুবন
আজ্ঞা কর সেবা করি তোমার চরণ।
মাতাপিতা বন্ধুজন হতে নাই কাজ
মন দৃঢ় করিলুঁ রৈতে তোমার সম্পাশ।
এই মতে দুষ্টজন কহে প্রতিনিত
আর দিন সদাগরের ভুলাইল চিত।
দুষ্টের মায়া সাধু বুঝিতে নারিল
স্তুতি করি সর্বকর্ম তার হাতে সঁপিল।
এথ দেখি দুষ্ট জনে হাসে মনে মন
আজ্ঞা অনুরূপে কর্ম করে সর্বক্ষণ।
তিলেকমাত্র কর্ম যদি সেই দুষ্ট করে
প্রেমভাবে সাধুস্থানে পুছে বারে বারে।
দুষ্টের চরিত্র সাধু নারিল বুঝিতে
আপনা মরম যথ লাগিলে কহিতে।
সাধু বলে তুমি হও পুরুষ ধার্মিক
শুন কহি আমা মনে আছে যথ দুখ।
[ধনের জনের দুখ নয় মনের ভীত]
একজন বৈরী আমার আছে প্রতিনিত।
দুষ্টে বলে কহ সাধু সেসব প্রচার
কোন দুখ আছে তোমার মনের মাঝার।

তোমা কথা শুনি মোর বিদরে জীবন
করিতে তোমার কর্ম করি প্রাণ পণ।
এথ শুনি সদাগর হরষিত হৈল
আপনা মরম যথ কহিতে লাগিল।
একদিন শিকার করিতে গেলুঁ বনে
মৃগ পাছে প্রবেশিল গহীন কাননে।
শিকার করিয়া আমি চলিয়া আসিতে
হেনকালে সব শত্রু আইল আচম্বিতে।
সৈন্য সমে ঘিরিয়া মোরে ধরিল তখনে
শত্রুভাবে আমাকে বান্ধিল সর্বজনে।
বহুল মারিয়া আমা রাখিলেন্ত বেড়ি
শেল হানি আমা হস্তে মৃগ নিল কাড়ি।
পুছিতে লাগিলুঁ আমি ভয় পাই মন
হেনকালে আসিলেন্ত উজিরের নন্দন।
পুছিল সভার স্থানে করিয়া গর্জন
কোন্ দোষে এহারে বান্ধিলা সর্বজন।
সবে বোলে এই হএ ডাকাতের চর
হরিণ কাড়ি নিতে আইসে একসর।
এথ শুনি ভাল মন্দ না কৈল্য বিচার
খড়্গ হানি আমারে করিল প্রহার।
কাটিল বহুল আমা দেহের মাঝার
এক তিল না এড়িল কাটিল অপার।
আপনা শোণিতে আমা ঢাকিল নয়ান
কান্দিতে লাগিল আমি হারাইয়া জ্ঞান।
অস্ত্রঘাতে বস্ত্র তবে নিল ততক্ষণ
বিবস্ত্র করিতে চাহে আমা সর্বজন।
তবে তার পাএ ধরি করিল কাকুতি

কান্দিয়া কহিলুঁ আমি সভানের প্রতি।
মৃত্যুকালে বিবস্ত্র না কর সর্বজন
তোমার ঘরে দিব আমি অমূল্য রতন।
মুকুতার হার ছিল আমার কোমরে
ছিঁড়িয়া সকল আমি দিল সভানেরে।
পাইয়া অমূল্য ধন হরষিত মনে
হস্তগলে বৃক্ষ সমে বান্ধিল ততক্ষণে।
তবে সব চলি আইলুঁ আপনার ঘর
হেনকালে নিশি আইল গেল দিবাকর।
জানিল নিশ্চএ মোর হইল মরণ
বন্ধনের দুখ মোর না যাএ লড়ন।
বাণঘাতে রুধির নিকলে অঙ্গ ভরি
কান্দিতে লাগিলুঁ আমি হাহাকার করি।
লড়ন না যাএ মোর বান্ধনের রাগে
প্রভু প্রভু বলি কান্দিলুঁ নিশি ভাগে।
করিয়াছে যত দোষ ক্ষেমহ আপনে
ইচ্ছিল মরণ মনে নেও এইক্ষণে।
তথাপি দারুণ প্রাণ না হএ বাহির
কম্পএ শরীর সব হইল অস্থির।
কেনে এথ অপমান দিল করতার
এই দুষ্টক্ষত হতে করহ উদ্ধার।
এইমতে বিলাপিয়া জুড়িল কান্দন
হেনকালে আচম্বিত আইল একজন।
হাতে মহাশূল ধরে পুরুষ প্রধান
দুই আঁখি জ্বলে তান যেন দীপ্তিমান।
সেই জুতি দেখি দুই হৈলুঁ ধন্ধমতি
মোর দুঃখ দেখিয়া কান্দিল মহামতি।
অলক্ষিতে অমর বন্ধন খসাইল

পদ্মদিয়া আমা অঙ্গ মুছিতে লাগিল।
হইল শরীর মোর পূবের আকার
আল্লা আল্লা জানিয়া ডাকিলুঁ বারে বার।
তবে তার চরণ বন্দিলুঁ ততক্ষণ
চুম্বিলুঁ তাহার পদ হরষিত মন।
হস্তে ধরি আমারে তুলিল মহাজন
আপনার অস্ত্র বস্ত্র দিল ততক্ষণ।
তবে দুই ভক্তি ভাবে পুছিলুঁ চরণ
কহ মহাশয় তুমি হও কোনজন।
প্রভুর হুকুম আমি থাকিব সমাজ
সেসব পুছিলে তুমি কোন্ আছে কাজ।
তবে এক অশ্ব আনি আমা চড়াইল
অলক্ষিতে আমা নিয়া নিজ ঘরে দিল।
তবে আমা নিষেধ করিল বারেবার
কার স্থানে না করিবা এসব প্রচার।
লঙ্ঘিল তাহার বাক্য তোমার মরমে
দোস্ত জানি সেসব কহিলুঁ তোমা ঠামে।
তোমা মন শুদ্ধভাব দেখি ব্যবহার
এ কারণে তোমা স্থানে করিলুঁ প্রচার।
ধনজন সকল সঁপিল তোমা প্রতি
যে ইচ্ছা তোমা মনে কর মহামতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল দুর্জন
তোমা শত্রু বধি আমি করিব ভোজন।
কিসেকে রাখিব আমি এছার জীবন
তোমা কাজ মূল দেখি ছাড়িব অখন।
কিবা শির কাটিয়া তবে তোমাস্থানে দিব
নহে পুনি বিষ খাই আপনে মরিব।
এথ শুনি সদাগর ভয় পাইল মনে
কহিতে লাগিল সাধু সেই দুষ্ট স্থানে।

তোমার আমার মধ্যে ধর্ম ব্যবহার
কার স্থানে না করিব এসব প্রচার।
যথ দিব তোমা রত্ন কাঞ্চন বহু ধন
সর্বথাএ এ দোষ ক্ষেম মহাজন।
এ বুলিয়া অমূল্য অঙ্গুরী দিল হাতে
সুবর্ণ জড়িত চিরা বান্ধিল তার মাথে।
দুষ্টে বলে ক্ষেমা দিল সেসব প্রচার
এথ শুনি গেল সাধু ঘরে আপনার।
তবে যদি নিশি হৈল সেই দুষ্টবরে
একসর গেল পাপী উজিরের ঘরে।
নানা উপহার লৈয়া সেই দুষ্ট জনে
উজিরের পুত্র আগে গেল তুরমানে।
নানা উপহার পাপী সমুখে রাখিল
ভক্তিভাবে সেই পাপী তাকে প্রণামিল।
সুবর্ণ জড়িত চিরা শিরে দেখে তার
অমূল্য অঙ্গুরী দেখে হস্তের মাঝার।
এথ দেখি ধন্ধ হৈল উজির সন্ততি
পুছিল তাহার স্থানে মধুর ভারতী।
কহ মহাশয় তুমি শুনি সমাচার
কোন দেশ হন্তে আইলা কি নাম তোমার।
[পিতামাতা মায়া করি বহুল অপার]
জয়াল করিয়া নাম রাখিল আমার।
আপনাকে নিশিকালে দেখিলুঁ স্বপন
[আপনার পূর্বকথা শুনি বিবরণ]।
আপনাতে বহু কর্ম আছএ আমার
নিশিকালে নিরালাএ করিব প্রচার।
নিশ্চয় জানিল যদি রাজার সন্ততি

আপনার ঘরে বাসা দিল মহামতি।
তবে যদি নিরালা হৈল দুইজন
জয়ালের স্থানে পুছে উজির নন্দন।
কি কহিবা কহ এবে নিশি হৈল শেষ
শুনিবারে শ্রধা বড় তোমা উপদেশ।
সেই বড় কর্মকথা শুন সমাচার
তুমি আমি যাই চল উদ্যান মাঝার।
এথ শুনি উঠিয়া চলিল দুইজন
উদ্যান মাঝারে গেল হরষিত মন।
এথ দেখি উল্লসিত পাপিষ্ঠের মন
খড়গ হানি তার শির কাটিল তখন।
শির লৈয়া পাপিষ্ঠে ধাইল অনুরাগে
আনিয়া রাখিল শির সদাগর আগে।
তোমা শক্রু শির লও তুমি মহাশয়
আমাকে দিবা কি আন নিরালয়।
কান্দি কান্দি সদাগরে কহিল বচন
শীঘ্র করি গাড়ে দিব এক লক্ষ ধন।
দুষ্টে বলে আমি না শুনি এই বচন
বোল দেখি আমা আর কথ দিবা ধন।
উজিরের আগে গিয়া কহিব অখন
[ভয় পাই সদাগর ভুলিয়া আপন]।
তবে সাধু কান্দিয়া ধরিল তার পাও
যথ ধন আমার আছে সকল লই যাও।
অস্ত্র বস্ত্র ধন মাল যথ অলঙ্কার
সকল আনিয়া দিল সাক্ষাতে তাহার।
পাইয়া অজয় ধন সেই দুরাচার
সেই শির গাড়ে সাধু ঘরের মাঝার।
পাইয়া অজয় ধন হরিষ অপার

সর্ব ধন লৈয়া গেল ঘরে আপনার।
আসহাব ডাকিয়া নবী কহিল বচন
দুষ্ট লোকের সনে না কর মিলন।
হীন মুকুলে কহে শুন গুণিগণ
বহু ভক্তি যেবা জানে সেই দুষ্ট জন।

ঈশ্বরের অভেদতত্ত্ব

। কামদ রাগ ।

আমার প্রাণেশ্বর যত কিছু হএ আল্লার মক্কর/ধূয়া
আপনে পবন আল্লা আপন সে মণি
আপে হএ গুণ মণি
আপনা দেহেত আপনে মজিত
আপে ডুবে আপে ভাসে
আপনে কান্দে আপনে হাসে
আপে দহে আপনা
আপে জমি আপে বীজ
আপনে গুরু আপনে শিষ
আপননে ধ্যায় আপনার মন
আপনে সচেতন রহন্ত।
আপে বৈষ্ঠাও আপনার ধন
আপে আইস আপনে যাও
আপে আপনার মাও
আপে হও আপনার ধন।
আপে দিয়া আপে নাও/আপনে হারাও
আপনে পাও।
আপে বুঝ আপনার মন

আপনে দাঁড়াইয়া   আপনার ধন লৈয়া
সহরিষে আপনার দান
আপনে ভিক্ষুক হৈয়া   আপনাতে মাগে গিয়া
আপে নেও আপনার ধন।
আপে হও দিবানিশি   আপে আছ দোহকুল মাঝ
আপনে লাল জরদ হও   আপে চাপদা [?] হারও
আপে আছ সভার সমাজ
আপনে স্বর্গেত থাক   এ সপ্ত আকাশ রাখ
আপে হও জমিন পাতাল
আপে হই অধিকার   আপে লও মাল কর
আপে কর আপনা ইর্সাল।
আপনে বাদসা হইয়া   ইনসাফ করহ বৈয়া
আপে হই আদর আকার
আপনে মনসবদার   আপনে বরখাস্ত কর
আপে কর কুলের খাঁখার
আপনে কি বদি করে   আপনারে আপে মারে
আপনে হুকুম দেও বসি
আপে হাতে গলে বান্ধ   আপনে বসিয়া কান্দ
আপে খেলো আপনার রশি
আপনেহ সিদ্ধ হৈয়া   আপে ধেয়াও বসিয়া
আপে পড় আপনার নাম।
ভোর কর দিয়া আশা   আপে কর নৈরাশা
আপে কর আপনার কাম।
আপে পোলা-যুব হএ   আপে ডুবা শাস্ত্রে কএ
আপে দেও সকলেরে সীমা
হীন মুকুলের বাণী   চাহ সার মনে গুণি
যথ দেখ প্রভুর মহিমা

ধনী দুষ্টের উচ্চাশা বয়ান

। পয়ার ।

পাইয়া অজয় ধন সেই দুরাচার
আনন্দ কৌতুক বহু হইল অপার।
সৈন্য সেনা তাহার হৈল বহুতর
পুরী মধ্যে বানাইল দিব্য দিব্য ঘর।
আর দিন নিশাকালে সেই দুরাচার
একসর ভাবিতে লাগিল মনের অন্তর।
উজিরের ধন যদি পারি আনিবার
মারিয়া সকল রাজা লইব সংসার।
তবে সব সৈন্য ডাকি বোলে পাপমতি
মন দিয়া শুন সবে আমার ভারতী।
প্রভাতে যাইব আমি রুমের শহরে।
সাবধানে তুমি সব রহ এথাকারে।
সেইদেশে আছে জান মোর বন্ধুজন
তা সভার স্থানে মোর আছে বহুধন।
সেই ধন আনিতে আমি যাইব একসর
তুমি সব যাইব পাছে পাইবা খবর।
বিদায় হইয়া পাপী সভানের আগে
রুম শহরে সেই আইল নিশাভাগে।
বৈরাগীর বেশধরি সেই দুরাচার
প্রভাত সময় আইল উজিরের ঘর।
পুত্রশোকে উজির কান্দএ দুঃখ ভাবি মন
হেনকালে পাপিষ্ঠ পুছিল তার স্থান।
কোন দুঃখে কান্দ তুমি কহ বিবরণ
তোমার কান্দনে মোর বিদরে জীবন।
মোর মনে যথ দুঃখ সব পাসরিলুম

তোমা দুঃখ দেখি মুই বিয়োগী হইলুম।
উজিরে শুনিল যদি এই বিবরণ
কহিতে লাগিল তবে মনের কথন।
সে সব কহিতে মোর বিদরে জীবন
শির কাটি নিশিকালে নিল রিপুগণ।
নিশিদিশি ভ্রমিয়া চাহিল সকল
কোনখানে না পাইল খবর কুশল।
দুষ্টে বলে না কান্দিও স্থির কর মন
তোমার পুত্রের শির আনিব এখন।
নানান প্রকারে গণা জানিএ প্রকার
শত্রু সমে শির আনি দিমু এক্তিয়ার।
উজিরে শুনিল যদি এসব বচন
পাএ ধরি কান্দি কান্দি কহিল তখন।
যথ চাহ দিব আমি কাঞ্চন রতন
মোর শত্রু বধি দেও তুমি মহাজন।
সাঁচামিছা বোলে পাপী হরষিত মতি
বোলে এবে চল তুমি আমার সংহতি।
উজিরে বহুল সৈন্য করিয়া সঙ্গতি
ঘিরিল সাধুর ঘর পাত্র মহামতি।
না করিল ধর্মভয় সেই দুষ্ট জনে
গোর হস্তে শির পাপী তুলিল তখনে।
আপনার পুত্র শির দেখি মহাশয়
কহিতে লাগিল পাত্রে করিয়া বিনয়।
লইয়া পুত্রের শির দুঃখিত অন্তরে
সাধুকে বান্ধিয়া লই গেল নিজ ঘরে।
শুনিয়া ধাইয়া আইল উজিরের নারী

বহুল কান্দিল আসি শির কোলে করি।
রুম শহরে হৈল এসকল বাণী
শুনিয়া আইল সৈন্য কি কহিব পুনি।
এই মতে শির লই কান্দে সর্বজন
নৃপতির আগে শির নিল তুরমান।
উজির নন্দন শির দেখি মহামতি
বিস্তর কান্দিয়া বোলে রুমের নৃপতি।
যেই জনে বধিয়াছে তোমার নন্দন
আজ্ঞা দিল তার শির কাট এইক্ষণ।
শহর মাঝারে নিয়া সেই সাধু জন
দেখৌক তাহার শির যথ লএ মন।
তার মৃত্যু দেখি সবে ভয় পাইল মনে
হেন কর্ম কেহ না করিব কদাচনে।
এথ শুনি দূত সবে কহিল বচন
বেলা অবশেষ ভেল না হৈল মরণ।
আজ্ঞা হৈল আজি রাখিতে বন্দীর ভবনে
প্রভাত সময় নিয়া কাটিতে তখনে।
বন্দীতে রাখিতে আজ্ঞা দিল নৃপমণি
হেনকালে দিন গেল হইল রজনী।
হস্তে গলে বান্ধি রাখিল বন্দীর ভবন
চতুর্দিকে ঘিরিয়া রহিল সর্বজন।
কান্দিতে লাগিল সাধু স্মরি করতার
উচ্চস্বর করি কান্দে মন দুঃখ ভার।
হীন মুকুলে কহে শুন মুমীন সকল
দুষ্টের আশা না পূরে পাছে হএ এই ফল।

সাধুর বিলাপ ও প্রার্থনা

। একতালি ।

কি জানি করিলুম দোষ তাতে বিধি হৈল রোষ
মোর হীন বুদ্ধি কাজে ক্রোধ হৈল প্রভুরাজে
তোমার নিষেধ না মানি দোস্ত জানি কহিলাম বাণী
তোমার কথা মনে করি বিপাকে ঠেকিয়া মরি
তোমা কোন দোষ নাই আপে অপমান পাই
সংসারে হইলাম দোষী জীবনের নাই খুশি
মরণে নাই পরিত্রাণ লোকে ঘোষে অপমান
তখনে দোজখে পড়ে এই কূলে দোষী বলে
ছাড়িলুম দুই কূল আশ ধনে প্রাণে হইলুম নাশ
বর চাইমু কোন্ মুখে ঘাট করিয়াছি সুখে
তোমাতে না মাগি যদি কে তরাইব অপরাধী
তুমি বিনে লক্ষ্য নাই কহিমু কাহার ঠাঁই
তুমি না করিলে ভালা দোন কূলে হৈব জ্বালা
করিম তোমার নাম কর বা না কর বাম
জীবনের নাই সাধ কলঙ্ক ঘুচাও বাদ
মরিতুম বনের মাঝ কলঙ্ক না হৈত লাজ
বিরলে ছাড়িত প্রাণ না হইত অপমান
তাতে আনিলা উদ্ধারি অখনে পড়ি ফিরি
তোমার নাম মহিমা ধরি দিতে না পারি সীমা
কোরানে কহিছ আপ তোমার নামে ছাড়ে পাপ
এ সব দুঃখ ভার শরীরে না সহে আর
খোয়াব ঢাকিল আখি উপায় নাহিক দেখি
জিউ হৈল টানাটানি দুঃখেতে না আইসে বাণী
তাতে পাপী ঘর ছাড়ে প্রহরে প্রহরে মারে
শরীরেত নাহি বল পবন হইল অচল
করিয়াছি যথ পাপ মোচন করহ শাপ

বান্ধিয়াছে হাতে গলে ছিঁড়িতে না পারিল বলে
হেনকালে হুতাশন তথা আইল তুরমান
মরণ হইল জানি ধরিয়া তুলিল টানি
জিকির করি রঙ্গে কোকিল সাধুর সঙ্গে
ঘটেত পশিল প্রাণ হুঁশ হৈল তুরমান
আখি মেলে দেখে যোগী হরিষ বিরোগী
ডগমগ হাসি জ্বলে যেন রবিশশী
সাধু বোলে তুমি কোন্ কহে আমি যেইজন
তোমা ছাড়াইছি বনে অখনে না চিন কেনে
শুনি হরিষ মনে ধরে তাহার চরণে
কান্দিতে লাগিল দুঃখী চরণ চুম্বনে সুখী
কান্দি বলে সদাগর সাফল্য হইল মোর
এথ শুনি হুতাশন কান্দি বলে দুঃখ মন
[কেনে হেন তোমা গতি]
কান্দে বসি হুতাশন জাগি দেখে দূতগণ
সবে বোলে জ্বলে আখি চোরের লক্ষণ দেখি
পুছএ সকলে হাসি কেনে কান্দ এথা বসি
করিতে আসিছ চুরি অখনে বান্ধিনু ধরি
প্রভাতে কাটিমু শির কেনে আসিছ ফকির
সবে চাহে ধরিবারে কদাচিত নাহি পারে
ধরিতে বাড়াএ হাত কষ্টে রহে তাত
সার বলে যাদুগর নিশ্চয় ডাকাত চর
সঙ্কট হইল বড় ধরিতে না পারি দঢ়
সবে মনে ভয় পাই কহিল নৃপতি ঠাঁই
আসিছে ডাকাতের চর সেই বড় যাদুগর
ধরিতে না পারি হাতে কি বুদ্ধি করিমু তাতে
কষ্ট হই রহে কর সব হইছে ফাঁপর
এথ শুনি ভয় পাইয়া নরপতি আইল ধাইয়া

দেখি হরষিত হৈল সে জ্যোতে মজিয়া রইল
হেরিতে লাগিল ভালা রূপেত মোহিত হৈলা
গালি দিয়া দূতগণ পড়িল তাহার চরণ
কান্দি বলে নরপতি তুমি বিনে নাহি গতি
তোমার পদের ধূলি মোর শিরে দেও তুলি
এথ শুনি হুতাশন হরষিত হৈল মন
সে জ্যোতে দেখিল যদি পূরিল তবে তার অবধি
পাইয়া অমূল্য ধন সাফল্য হৈল মন
চরণ ধোলাই জল খাই হইল শীতল
তবে সেই কাটা শির তথা নিল উজির
ধড় তথা রাখে আনি কান্দি কান্দি কহে বাণী
মোর পুত্র দেও আনি রাখ মোর পরাণি
শুনি হুতাশন সুখে আল্লা আল্লা বল মুখে
শির ধড়ে লাগাইল আল্লার নামে জিয়াইল
আল্লা আল্লা বোল বাণী শহর ভরি হৈল ধ্বনি
তবে কহে হুতাশন শুনহ উজির নন্দন
তোমা কাটিল কন্ জন চিন নিহ অখন
চতুর্দিকে চাহে হেরি বৈরাগী আনিল ধরি
ধরিয়া ফকির পাএ উজির নন্দন কহে।
আমার বধিল যেই জনে বৈরাগী হইল কেনে
সাধুর নন্দন ছাড়ি বৈরাগীর বেশ ধরি
তবে পুছে নরপতি কহ আদি অন্ত গতি
দোস্তের কথন শুনি নরপতি কহে পুনি
সাধুরে দেলাইল ধন কাটিল সেই দুষ্ট জন
ফিরি না দেখে হুতাশন শূন্যে উড়িল ততক্ষণ
হীন মুকুলের বাণী আসলে নাহিক চিনি
কেহ যদি বান্ধে বলে যার ছড়ি তার গলে

আবার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

। পয়ার ।

কথা হতে চারি চিজ হইল সৃজন
জালালে বোলন্ত শুন আএ মহাজন।
নুর হন্তে চারি চিজ হইল সৃজন
[আব আতস খাক বাত হৈল গঠন।]
নৃপ বলে কহ শুনি রাজার কুমার
কোন্ কোন্ স্থানে হৈল কাহার সঞ্চার।
কুমারে বোলন্ত শুন সেসব বচন
তিনতিহরি হতে হৈল আতস সৃজন।
নাভি হতে হইলেক পবন গঠন
একে একে কহি শুন সে সব বচন।
মগজ হতে আর পয়দা শুন যথা তথা
মল [ময়লা ?] হতে খাক পয়দা পুছ তত্ত্বকথা।
পাক তন হতে চারি করিয়া সৃজন
চারি দিয়া ত্রিভুবন করিল গঠন।
তবে পুছে কহ মোরে রাজার কুমার
কথ তন পাক হএ কহ শুনি সার।
কুমার বোলন্ত শুন সেসব বচন
সর্ব শাস্ত্রে লেখিয়াছে পাক পঞ্চতন [পাঞ্জতন]।
কহ শুনি পাক তন জন্মিল কাহাতে
কুমারে বোলন্ত হৈছে এক তন হৈতে।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার নন্দন
কোন্ স্থান হোতে বোল হৈল কোন জন।
কুমারে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
একে একে কহি এবে সেসব ভারতী।
সেতারা ছিল জান শিরের উপর

তাহাতে নুর পয়দা করিল করতার।
গলার মাঝারে জান আছিল হাসুলি
তাহাতে হইয়াছে হজরত আলী।
ধুক ধুকি ছিল জান কলিজা মাঝার
তাহাতে ফাতেমা হৈল শুন সমাচার।
দুই কর্ণে লোলক আছিল কতক্ষণ
তাহাতে হইয়াছে হাসান হোসন।
শুনিয়া হরিষ হৈল রাজা মহামতি
পুছিল কুমার স্থানে মধুর ভারতী।
যখনে আছিল আমা গোপ্ত ভাণ্ডার
তখনে কি নাম ছিল কহ শুনি সার।
চেতন কোন্ নামে হইল করতার
একে একে কহ শুনি সেসব প্রচার।
কথ কাল ছিল প্রভু ঈশ্বর ধেয়ানে
কথ বৎসর পরে স্থাপিল আপনে।
পৃথিবীতে চারিদিক হৈল যখন
কোন দিকে কাহারে রাখিল নিরঞ্জন।
কুমারে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
গুরুমুখে শুনিয়াছি সেসব ভারতী।
আদ্যে মুহম্মদ নাম ছিল করতার
চৈতন্যে করিম নাম করিল প্রচার।
তিন লক্ষ নব্বই হাজার সন ভরি
নুরের সুরত প্রভু আছিলেক হেরি।
তাহা পাছে স্থাপাইল প্রভু করতার
ভাবিত হৈল মন নুর দুঃখ ভার।
চারিদিকে যখনে সৃজিল নিরঞ্জন
চারিদিকে চারি কুতুব রাখিল তখন।

পশ্চিম আবদুল করিম শুন মহামতি
উত্তর কুতুব আবদুর রশিদ করএ বসতি।
আবদুল রহিম নাম পূর্বেত রাখিল
আবদুল জলিল নাম দক্ষিণেত দিল।
চারি দিকে নিগামান দিলা চারিজন
গুরুমুখে শুনিয়াছি এসব বচন।
চারি দিকে চারি নাম পড়ে প্রতিদিন
আপন না লাগে তবে এসব কারণ।
এ চারি কুতুবেত নিগামানি করে
দেও পরী রিপু কিছু করিতে না পারে।
এ চারি নামের আছিল বহু মূল
লেখিলে পুস্তক বাড়ে তার নাই কূল।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার নন্দন
আর কিছু কহ শুনি পূর্বের কথন।
পূর্বকালে চারি চিজ জন্মিল কেমনে
এই চারি ফিরিস্তা কেবা থাকে কন স্থানে।
আবহাওয়া সব বস্তি হইল কনমতে
[খাক আতস হইল সৃজন কেমতে]।
কল্পনা কথাতে জন্ম কহ মহাশয়
মনুরা কোথায় রৈছে কহত আমায়।
আকল কোথায় জন্ম কহ তত্ত্ব বাণী
ফিকির করএ কেবা কহ মহামণি।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
গুরুমুখে শুনিয়াছি সেসব ভারতী।
ফুকেতে পবন হৈল ফেফসাতে পানি
কলিজাতে খাক হৈল তিল্লিতে আগুনি।
নাসিকাতে ইস্রাফিল কর্ণে আজ্রাইল

মুখে জিব্রাইল থাকে চক্ষে মিকাইল।
এক এক ফিরিস্তা সঙ্গে সতের হাজার
দূত সব সৃজিয়াছে প্রভু করতার।
গুর্ধা হতে নিদ্রা হএ শুন সমাচার
হজরতে কহিয়াছে এসব প্রকার।
কণ্ঠ হতে কল্পনা জন্ম শুন মহাশয়
মণি হতে মন জন্ম শুন তত্ত্ব কথা।
ফিকির মগজ হন্তে পুছ যথা তথা।
শুনিয়া হরিষ হৈল রাজা মহামতি
পুছিল কুমার তরে মধুর ভারতী।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার নন্দন
নুর হতে বড় কেবা পয়দা হৈল কন জন।
কোন চিজ কে হএ শরীর মাঝার
স্বরূপ করিয়া কহ রাজার কুমার।
এক চিজ বেশ হএ শুন নৃপমণি
শুনিবারে শ্রধা বড় সে সব কাহিনী।
নুর হতে পয়দা আগে হৈল চারিজন
[চারি হতে হইল সব শুন মহাজন]।
এসকল আর সুদ্ধি আকল হিম্মত।
এ চারি মূল কথা আখেরের তত্ত্ব।
এক হতে নুর পয়দা শুন মহাশএ
সুদ্ধিতে জিকির হৈল আকল জন্মাএ।
আকলে যে যথ কর্ম হইল প্রচার
হিম্মতে করএ সব শুন তত্ত্ব সার।
নেক চারি চিজ পয়দা করিল করতার
ক্ষেমা বড় দয়া ধৈর্য ক্ষেণে অবিচার।
দীলেক উজির উকিল হএ চারিজন

গুরুমুখে শুনিয়াছি এসব বচন।
'বদ' চারি চিজ্ব হএ শরীর মাঝার
কাম ক্রোধ লোভ মায়া শুন সমাচার।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
চারি চিজ সংহারিব কেমত প্রকার।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহাশয়
ক্ষেমা হতে চারি চিজ করিব প্রলয়।
ইব্লিসের উজির উকিল হএ চারিজন
একবারে ক্ষেমা দিব আপনার মন।
রমিমে বোলন্ত শুন কহ সমাচার
কিরূপে করিব বোল নিদ্রার সংহার।
কুমারে বোলন্ত শুন গুরুর আদেশ
[নিদ্রাএ আকল হরে দুষ্ট ইব্লিস]।
নিদ্রা কালে জ্ঞান হরে ভাবি চাহ মনে।
একারণে চৈতন্য থাকিব মহাজনে।
রমিমে বোলন্ত শুন রাজার কুমার
আর কিছু কহ শুন আদ্যের বিচার।
লাহুত, নাসুত, জবরুত, মলকুত সার
এ চারি মোকাম পয়দা করিল করতার।
চারি ফিরিস্তা থাকে এ চারি দুয়ার
কেবা কোন রঙ্গ হএ কাহাতে সোয়ার।
কেবা কোন্ জিকির পড়এ অবিরত
করতাএ কাহারে রাখিছে কন খেদমত।
কাহাতে জনম কেবা কহ নৃপমণি
শুনিবারে শ্রধা বড় সে সকল বাণী।
জালালে বোলন্ত শুন সেসব বচন
একে একে কহি এবে আদ্যের কথন।

মলকুতেত জিব্রাইল করএ বসতি
সত্তর হাজার দূত করিয়া সংহতি।
সফেদ রঙ্গ হএ তার নরের গঠন
'ইল্ললা' জিকির পড়এ সর্বক্ষণ।
সোয়ার হইছে তিনি ব্যাঘ্রের উপর
গুরুমুখে শুনিয়াছি সেসব খবর।
আবের খেদমত তানে দিছে নিরঞ্জন
হুকুমে আনে নেয় বৈসে একস্থান।
লাহুতেত ইস্রাফিল শুন মহামতি
সবুজ রঙ্গ হএ তান নুরের বসতি।
লাএলাহা জিকির পড়এ অবিরত
প্রভুএ দিয়াছে তানে বাতাস খেদমত।
সোয়ার হৈয়াছে তিনি ফিলের বাহনে
হুকুমেত আনে নেয় বসি এক স্থানে।
জবরুতে জিব্রাইল নীলরঙ্গ তার
নুরী ফিরিস্তা হএ ময়ূর সোয়ার।
আল্লা আল্লা জিকির পড়এ সর্বক্ষণ
খাকের খেদমতে তানে দিছে নিরঞ্জন।
লাহুতেত আজ্রাইল করএ বসতি
নুরী ফিরিস্তা হএ আকাশে উতপতি।
রঙ্গ তার লাল হএ বাঘেতে সোয়ার
হু হু জিকির জান পড়এ অনিবার।
আতস খেদমত তানে দিছে করতাএ
মরণ-জিঅন ভেদ জানে সর্বথাএ।
এথেক শুনিয়া রাজা হরিষ অপার
মধুস্বরে নরপতি পুছে আরবার।
রিজিক দৌলত আর হায়াত মউত

[এ চারি চিজে আছে 'আল্লা'র কুদরত]।
কোনদিকে কেবা থাকে কহ কোন স্থানে
স্বরূপ করিয়া কহ রাজার নন্দনে।
মনকির নকির দোহো কথাএ আছএ
তাহার নিয়ম কহি শুন মহাশএ।
বসন্ত নিদাঘ আর হেমন্ত কেদার?
[শরৎ আর শীত ঋতুর কহ সমাচার]।
এসব কথা হতে হৈল উৎপতি
তাহার নিয়ম কহ রাজার সন্ততি।
জালালে বোলন্ত শুন রাজা মহামতি
গুরুমুখে শুনিয়াছি সেসব ভারতী।
সমুখের রিজিক জান শুন মহাশএ
ডাইন ভাগে দৌলত রাখিছে করতাএ।
বামে আপদ বৈসে শুন তত্ত্বকথা
পৃষ্ঠেত মউত আছে পুছ যথাতথা।
কেরামিন দক্ষিণে রাখিছে নিরঞ্জন
কাতেবিন বাম দিকে শুন বিবরণ।
নকির মুখে থাকে শুন মহাশয়
পৃষ্ঠে মরকির থাকে কহিল নিশ্চয়।
বসন্ত নাভিতে থাকে শুন তত্ত্বসার
হেমন্তে রাখিছে প্রভু কলিজা মাঝার।
আদ্যচন্দ্র মগজ হএ শুন মহাশয়
নিজচন্দ্র দম জান কহিল নিশ্চয়।
উনমত্ত চন্দ্র জান কহিলাম সার
সেই লক্ষ্যে আদম রাখিল করতার।
শুনি উল্লসিত হৈল নৃপতির মন
কুমারের স্থানে পুছে করিয়া যতন।

শুদ্ধ গুরু পাইলা তুমি সংসার মাঝার
সাফল্য জনম তোমার করিল করতার।
আর কিছু কহ শুনি রাজার সন্ততি
চন্দ্র সূর্য কথা হতে হৈল উৎপতি।
কতক্ষণ আগে পাছে হৈছে সৃজন
তাহার নিয়ম কহ রাজার নন্দন।
এ সপ্ত তবক জমি দেহের মাঝার
কোন্ কোন্ স্থানে রাখিয়াছে করতার।
সপ্তম গৃহের কথা কহ বিবরণ
কোন্ স্থানে কাহারে রাখিছে নিরঞ্জন।
আর্শ কোর্শ লোহো কলম কথাএ আছএ
রবি শশী কথাএ রৈছে কহিবা নিশ্চএ।
সাতাইশ নক্ষত্র প্রভু করিছে সৃজন
কোন্ রাশি কথ পাইছে কহ বিবরণ।
আর কিছু কহ শুনি পলের লক্ষণ
কথ পলে ঘড়ি ঠিক কল্য নিরঞ্জন।
পলেক কাহারে বলে কহ শুনি সার
স্বরূপ করিয়া কহ রাজার কুমার।
জালালে বোলেন্ত শুন সেসব বচন
একে একে কহি এবে সেসব বিবরণ।
আউল [আউয়াল] তবক কলম শুন মহাশয়
দৈয়ম তবক পোস্ত কহিল নিশ্চয়।
সৈয়ম তবক গোপ্ত শুন সমাচার
চতুর্থের গোপ্ত দ্বার কৈব করতার।
পঞ্চমেত হাড় জান কহিলাম সার
ষষ্ঠমেত লোহু পয়দা কৈল্য করতার।
সপ্তমেত মগজ পয়দা শুন তত্ত্ব কথা

গুরু মুখে শুনিয়াছি পুছ যথা তথা।
সপ্তম গ্রহের কথা শুন কহি সার
ষষ্ঠ যে যেখানে রাখিয়াছে প্রভু করতার।
তিনতিহরিতে রবি হএ সোম ত্রিবেণীতে
মঙ্গল জিহ্বাতে হএ বুধ দীলেতে।
গুরু কলিজাতে হএ শুন নৃপমণি
শুক্র নাভিতে হএ কহিল তত্ত্ববাণী।
আর্শ দীল হএ শুন সমাচার
চক্ষে কর্ণে হএ শুন তত্ত্বসার।
লোহো নসিব হএ শুন বিবরণ
কলম ললাট হএ লেখিছে নিরঞ্জন।
চন্দ্র সূর্য যেই মতে হইল সৃজন
এবে কহি শুন রাজা সেই বিবরণ।
করতাএ নিজ জ্যোতে পয়দা কল্য
নুরের জ্যোত হন্তে চন্দ্র পয়দা হৈল।
ত্রিশ রোজা আগে পাছে হইল সৃজন
গুরুমুখে শুনিয়াছি এ সব বিবরণ।
'বার রাশি' যেখানে রাখিছে করতার
একে একে শুন রাজা সেসব প্রচার।
কর্ণেত মেষ রাশি কান্ধেত বৃষ
মিথুন করেত হএ কহিল বিশেষ।
কর্কট অধরে আছে সিংহ গলার মাঝ
কন্যা নাভিতে আছে শুন মহারাজ।
তুলা কোমরে নাভিত বিছা লহুতর
পিষ্ঠেত ধনু হএ বুকেত মকর।
কুম্ভ নাসাতে হএ মীন পদতল
গুরু মুখে আদি অন্ত শুনিছি সকল।

সোআই [?] নক্ষত্র পয়দা কে কোন্ ভাগে
সাতাইশ নক্ষত্র পুছ গুরুমুখে আগে।
অখনে কহিব শুন পলের লক্ষণ
যেই মতে ঘড়ি ঠিক করিল নিরঞ্জন।
যখনে দিবানিশি করিল ভিন্নভিন।
করতাএ ঘড়ি পয়দা করিল সেই দিন।
বয়ানের ষাট পলে এক ঘড়ি হৈল
পলকেত ছয়দম সেই দিন কৈল্য।
একপলে এককালে হইব প্রলয়
দীলেত ভাবিয়া দেখে কার কেহ নহে।
[হীন সাদক লেখে মনেত ভাবিয়া
অশুদ্ধ হৈলে শুদ্ধ করিও লেখিয়া।]

তত্ত্বোপদেশ

। রাগ হকিকত।

মনবান্ধ ভাল মতে/ছাড়িয়া দিওনা নাও/বিঘাটে যাইতে। ধূয়া
হেলায় ছাড়িয়া দিলে নাগ নাহি পায়
বিঘাটে ঠেকিয়া পাছে বোলে হায় হায়।
আগা পাছা লও কাছি শীতল সময়
আসিলে সামনে ঢেউ কিছু নাহি ভয়।
আইসএ ক্রোধের ঢেউ জুড়ি ত্রিভুবন
ধরিয়া নায়ের কাছি স্থির কর মন।
কামের সায়রে ঢেউ সদায় উথলে
ধরিয়া নায়ের বৈঠা রাখে বলে ছলে।
ছাড়িয়া না দিও লোভের সায়রে
বিষয় পাইলে পাছে ডুবাইয়া মারে।
মায়ার সাগরে নাও না দিও ছাড়িয়া

ক্ষেমার কাছি বান্ধি রাখিবা ভিড়াইয়া।
এই চারি বড় নদী সংসার মাঝারে
সাবধানে বাহ নাও ঢেউ পাছে মারে।
হীন মুকুলে কহে ভাবি নিজ মন
ক্ষেমা বিনে লক্ষ্য নাই তরিতে শমন।

কন্যার বিবাহের প্রস্তাব

। রাগ দীর্ঘছন্দ ।

কুমারের বাক্য শুনি হরষিত নৃপমণি
মনসুখ হৈল অপার
আনন্দ হইল অতি কহএ কুমার প্রতি
শুন এবে আমার সমাচার।
যে আছিল আমা মনে পূরাইল নিরঞ্জনে
শুন কহি রাজার নন্দন
আমা ঘরে এক সুতা দিয়া আছে বিধাতা
তোমা স্থানে দিব পরিণয়
আমা কন্যা কর বিয়া শান্ত কর মন হিয়া
আজ্ঞা কর রাজার কুমার
কহ তোমা পিতাস্থানে সাজ কর এখনে
আদেশে করহ গমন
শুনি উল্লসিত হৈয়া হজরত মীর লৈয়া
গেল নিজ পিতার গোচর।
দেখি নিজ পুত্রবর মিলা মিলি বহুতর
সন্তোষিয়া পুছিল খবর।
হজরত মীরে কহে মনে না করিও ভয়
তোমা সুতে জিনিল নৃপতি
যথ কিছু পদুত্তর হইছিল বহুতর

কথ কইব সেসব ভারতী।

গোপ্তবেকত যথ ছিল একে একে জিজ্ঞাসিল

জালালেহ দিল পদুত্তর

সত্য কৈল মহাশয় নিজ সুতা পরিণয়

বিভা দিতে জালালের সনে

আপনে সম্মত হই আমাকে বহুল কই

পাঠাইছে আপনার স্থান

বিবাহের সাজন লৈয়া আপনে সঙ্গতি হৈয়া

যাইবার রমিম ভবন।

এথ শুনি নরপতি হরষিত হই অতি

ধরিলেন্ত হজরত পাএ

আমার কপালের ফলে আসিছিলা এই স্থলে

উদ্ধারিলা সঙ্কট সকল

পাত্র মিত্র প্রজাগণ ডাকি আনি সর্বজন

কহিলেন্ত মধুর বচনে

জালালের বিহা কাজে আমি যাইব সমাজে

সাজ করি আন তুরমান

শুভবার্তা শুনি সার আনন্দ কৌতুক ভার

চতুর্দিকে করে সর্বজন।

জ্ঞানীজন দেশ ভরি আন সব সাজ করি

অবিলম্বে করহ গমন

নিজ পুত্র বিহা কাজে চলিয়াছে মহারাজে

যাইবেন্ত রমিমের দেশে

নানা দ্রব্য উপহার সংহতি যাইব তার

মন সুখে খাইবা হরিষে।

বস্ত্র অলঙ্কার পৈরি সাজ সব নরনারী

জয় জয় হৈল দিক ভরি

প্রতি ঘরে বাদ্য বাজে নানা রঙ্গে লোক সাজে
মঙ্গল গাহএ সুখ মনে
সুবর্ণ কটোরা ভরি আগর কস্তুরী পূরি
হাতে হাতে লৈল ততক্ষণ
চান্দোয়া টানাই ঘরে সুবর্ণ আসন 'পরে
বসাইল জালাল সুমতি
সুগন্ধি লইয়া হাতে দিলেন্ত কুমার মাথে
উল্লসিত হৈল মতি।
যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী তেন মতে বেশ করি
কুমারে ঘিরি চারিপাশ
কাঞ্চন প্রদীপ জ্বালি করে সবে হুলাহুলি
তার জ্যোত পরশে আকাশ।
জালালের রূপ দেখি উল্লসিত সর্বসখী
মনসুখ হইল অপার
কিবা গন্ধর্ব নর কিবা দেব অপ্সর
জিনিতে না পারে রূপ তার।
রূপ দেখি নারীগণ জ্ঞান হারাএ সর্বজন
হইলেন্ত পাগলের বেশ
কার 'পরে কেহ পড়ে কেহ ভূমিতলে গড়ে
অচৈতন্য হইয়া বিশেষ।
যথ ইতি অলঙ্কার বসন ভূষণ সার
খসি খসি পড়এ ভূমিতে
লাজ ভয় গুণি মনে উঠিলেন্ত সর্বজনে
দাঁড়াইতে নাহি পারে চিত।
সুগন্ধী ছিঁটিল অঙ্গে গোসল করাইল রঙ্গে
বসাইল সভানের মাঝ
দুহ রাজা এক হৈয়া হজরত মীর লৈয়া

তথায় আসিল মহারাজ।

উৎসব আছিল যথ　　তাহার কহিব কথ

যথ ইতি রাজ ব্যবহার

হীন মুকুলে কহে　　প্রভু যারে দয়া হএ

সাফল্য জনম হএ তার।

তুমি প্রভু দয়াময়　　যদি তোমা দয়া হএ

দিতে পার নিলর্ক্ষ্যের লক্ষ্য

সমুদ্র মাঝারে চর　　তুমি দেও করতার

তুমি দেও অশক্যেরে শক্য।

দুঃখ হন্তে দুঃখ দিয়া　　ইসুফকে উদ্ধারিয়া

দিলা তুমি মিসিরেত বাস

দুঃখে প্রাণি কৈলা শেষ　　ভ্রমাইলা দেশে দেশ

পূরাইলা জোলেখার আশ।

ইব্রাহিম নবী রাজে　　পড়িল আনল মাঝে

তাতে তুমি হৈল সদয়

সে আনল হন্তে পুনি　　তাহারে উদ্ধারি আনি

করিলা যে সুখের উপায়।

দুষ্ট জনে বল করি　　সায়েরা বিবি নিল হরি

পড়ি ছিল সঙ্কট মাঝারে

তোমার কৃপার হিয়া　　সঙ্কটেত উদ্ধারিয়া

তুমি প্রভু আনিলা তাহারে।

প্রভুকে কাফির সবে　　করিল যথ পরাভবে

না আছিল কার দুঃখ সীমা

সেদেশ সাগর কল্যা　　তাহাতে উদ্ধারি লৈলা

রহিলেক তোমার মহিমা।

আদম ভূমিতে আইল　　যথ দুঃখ তাতে পাইল

তাহা সব লেখিতে না পারি

সেইত দুঃখের মাঝে সহায় হৈল প্রভুরাজে
তাতে তুমি রাখিলা উদ্ধারি।
'হাওয়ার দুঃখের কথা লেখিয়াছে যথাতথা
সে দুঃখ কহিতে নারি সীমা
সেই হাওয়া আদম তরে মিলাইল করতারে
রাখিয়াছে আপন মহিমা।
তোমার মহিমা যথ কে কহিতে পারে কথ
হেন কেহ নাহিক ভুবনে ...
দুঃখ সব তরাইতে তুমি পার নিমিখান্তে
তাতে কেনে না কর আদেশ
কিঞ্চিৎ হুকুম'পর তরাইতে পার নর
এ লাগিয়া দুঃখ কর শেষ।
কিবা নিশি কিবা দিশি সকলে ভাবএ বসি
অবশ্য প্রভুএ দিব সুখ
হীন মুকুলে কহে যদি দয়াময় চাহে
নিমিখে তরাইতে পারে দুঃখ।

।**পয়ার**।

তবে আজিজ রাজা হরষিত মন
জালালকে পৈরাইল পুষ্পের বসন।
হজরত মীর আর রমিম নৃপতি
জালালের রূপ দেখি হরষিত মতি।
পূর্ণমাসীর চন্দ্র যেন মুখ জ্যোতি জ্বলে
থাকুক মানবী কিবা মুনির মন টলে।
যে দেখিল সেই রূপ রহিল হেরিয়া
মনে নাহি লএ কেহ যাইতে ফিরিয়া।
রমিম নৃপতি কহে হজরত স্থান

হেন রূপ না দেখিছি জন্মিয়া ভুবন।
কিবা আকাশের শশী হইতে উদয়
আপনা পাসরি সবে রূপ নিরক্ষয়।
গন্ধর্ব কিণ্নর কিবা সর্বলোকে বলে
মাণিক্য সমান তার দুই আখি জ্বলে।
এথ দেখি লোক আইল হাজার হাজার
রাজ দ্বারে ঠেলাঠেলি হইল অপার।
কুমারের মুখ জ্যোতি দেখিতে কারণ
উর্ধ্বমুখী ধাএ সব কুল বধূগণ।
লাজ ভয় ত্যাগিয়া রহিল হেরিয়া
মনে লএ সব ঘরে যাইতে ফিরিয়া।
বসন পৈরিল সবে শির রৈল খালি
দুগ্ধের ছাওয়াল সবে কোলে না লএ তুলি।
ডগমগ করে রূপ বিজুলি আকার
মেঘের অন্তরে যেন বিজুলি সঞ্চার।
যথেক উচিত হএ রাজ ব্যবহার
আপনার হস্তে রাজা সাজাইল কুমার।
আজ্ঞা দিল পাত্রে রাজা হরষিত মনে
গজ সাজাইয়া পুনি আন তুরমানে।
রাজার আদেশ পাইয়া যথেক পাত্তর [পাত্র]
গজ সব সাজ করি আনিল সত্বর।
'আম্বারি' বান্দিয়া সব মাউতে আনিল
রথারথী সবজন সঙ্গতি চলিল।
হজরত সঙ্গে করি আজিজ রাজন
রমিম সঙ্গতি করি চলে তিনজন।
হস্তী কান্ধে জালালেত আরোহণ করি
মিসির শহরে যাএ উৎসব বহু করি।

রথারথী পদাতি কৌতুক বহুতর
নিমিখে মিলিল গিয়া মিসির শহর।
[জালালের আগমন বার্তা শুনি]
মধুমালা রাজকন্যা পুলকিত ধনি।
রাজরানী সখী লৈয়া মঙ্গল করিয়া
আনন্দ করএ ধনি মধুমালা লৈয়া।
মহারাজা সব বসিতে আজ্ঞা দিল
নাটুয়াতে লাঙ্গা [নগ্ন] সব নাচিতে লাগিল।
সৈন্য সঙ্গে যুবরাজ বৈসে সেই স্থান
[বিভাকার্য আয়োজন কর শুভক্ষণ]।
মহাদেবী স্থানে রাজা আদেশ করিয়া
অন্তম্পুর হস্তে রাজা গেলেন্ত চলিয়া।
সিংহাসনে বসিলেন্ত মহা নরপতি
চারিভিতে বৈসে সব সৈন্য সেনাপতি।
মহামান্য কল্য আদি যথ পাত্রগণ
বসিলেন্ত সে সকল যার যেই আসন।
সভা সম্বোধিয়া রাজা বুলিল বচন
মধুমালা বিভা কার্য করহ যতন।

। **রাগ সহলা/বাদ্যযন্ত্র** ।

পাত্র ডাকি নরপতি আজ্ঞা দিয়া শীঘ্রগতি
বিভা দিতে মধুমালা
আজ্ঞা পাই পাত্র গেলা কোতয়াল ডাকি পুনি
পুরি সব করিতে উঝল
ঢাক ঢোল ভেউল কাসি মৃদঙ্গ দোতারা বাঁশি
সানাই বিউগল বহুতর
সুস্বরে বাজাএ দমা তল্‌ওয়ারের নাই সীমা

ভেউরা বাজাএ নিরন্তর
তাল তাম্বুল যথ　　দোতারা সারিন্দা কথ
কবিলাষ বাজে স্থানে স্থান
মৃদঙ্গ করতাল বাণী　　শঙ্খধ্বনি বাদ্য শুনি
মুখে রোল করিল নারীগণ।
বাদিয়া সকল রাজি　　নানা রঙ্গে করে বাজি
বেশ্যাগণে নাচে স্থানে স্থান
যথেক সাধুর বালা　　হাতেত সুবর্ণ মালা
রাজপুরে করিল গমন
আর যথ পাত্রের নারী　　সখীগণ সঙ্গে করি
মধুমালা দিলা দরশন
সঙ্গে যথ বাদ্য ঢোল—　　অলিখিত

আর লিপিকর লেখেননি। লিপিকরের নাম 'সাদেক' ছিল বলে মনে হয়। কারণ পুথির ১৬১ পৃষ্ঠার শেষে নিম্নোক্ত দুটো চরণ মেলে :

'হিন সাদক লেখে মনেত ভাবিয়া
অসুদ্ধ হইলে সুদ্ধ করিও লেখিয়া'।

এ পুথির আদ্যে রয়েছে 'যোগ-কালন্দর'- যোগকালন্তর পুস্তক'. পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় চরণ সংখ্যা ১৬। লিপিকর পৃষ্ঠাঙ্ক দেননি, কিন্তু পত্র শেষে পরবর্তী পত্রের প্রথম শব্দ বা শব্দাংশ নির্দেশ করেছেন। ফলে পত্রাঙ্কের বা পৃষ্ঠাঙ্কের অভাব অনুভূত হয়না। এ পুথি অসমাপ্ত রেখে এবং আড়াইটা পত্র সাদা রেখে পরে কবি মুহম্মদ খান রচিত 'মক্তুল হোসেন' [১৬৪৬ সন] কাব্যের শেষাংশের 'দজ্জালনামা' লিপিবদ্ধ করেছেন। দজ্জালনামা পর্বটি পুরো লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে মনে হয় 'শাহজালাল-মধুমালা' উপাখ্যানের পূর্ণাঙ্গ পুথি তাঁর আয়ত্তে ছিলনা। একারণেই মাঝে মাঝে পাঠও বাদ গেছে—কোন কারণে অস্পষ্ট বা দুষ্পাঠ্য কিংবা বিনষ্ট হওয়ার দরুন।